# মধ্য-লীলা।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ। ১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
শরৎকাল হৈল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুগতি—॥ ২
মোর সহায় কর যদি তুমি দুইজন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন॥ ৩
রাত্র্যে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব॥ ৪
কেহো যদি সঙ্গে মেলে—পাছে উঠি ধায়।
সভাকে রাখিবে, যেন কেহো নাহি যায়॥ ৫
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবা, না মানিবা দুঃখ।
তোমাসভার সুখে পথে হবে মোর সুখ॥ ৬

---

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্যাঘ্রেভৈণ ইতি পাঠে ব্যাঘ্রেণ ইতো গতো য এণো হরিণঃ। ইভেতি পাঠঃ সুগমঃ। সহোন্নৃত্যান্ সহ একদা উন্নৃত্যান্ এবং প্রেমোন্মত্তান্ কৃষ্ণজল্পিনশ্চ কৃষ্ণনামোচ্চারকান্ বিদধে কৃতবানিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মধ্যলীলার এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বনপথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন, ঝারিখণ্ডপথে বন্যপশু-পক্ষি-কীটপতঙ্গ-তরুলতাদিকে এবং অসভ্য পার্ব্বত্য ভীল্লাদি জাতিকে নামপ্রেমদান, কাশীতে তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন, মথুরায় নানাতীর্থ দর্শন, মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত মিলন, বৃন্দাবন-ভ্রমণাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

**শ্লো। ১। অন্বয়।** গৌরঃ ( শ্রীগৌরাঙ্গ ) বৃন্দাবনং ( বৃন্দাবন ) গচ্ছন্ ( গমন করিতে করিতে ) বনে ( বনমধ্যে ) ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ ( ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ ও পক্ষী প্রভৃতিকে ) প্রেমোন্মত্তান্ ( প্রেমোন্মত্ত ), সহোন্নৃত্যান্ ( একসঙ্গে একই সময়ে নৃত্যপরায়ণ ), কৃষ্ণজল্পিনঃ ( এবং কৃষ্ণনামোচ্চারক ) বিদধে ( করিয়াছিলেন )।

**অনুবাদ।** শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে পথে বনমধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ ও পক্ষীদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া একই সময়ে একসঙ্গে নৃত্য করাইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন। ১

প্রভুর অলৌকিক শক্তিতে বন্য পশু-পক্ষীও যে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছিল এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী ২৪-৪৩ পয়ারসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে।

**২। শরৎকাল**—১৪৩৭ শকাব্দার শরৎকাল। ১৪৩৬ শকাব্দার বিজয়া দশমীতে প্রভু গৌড়ে গিয়াছিলেন; তৎপরবর্ত্তী বৎসর ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। ২।১৬।৮৫, ৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চলিতে**—বৃন্দাবনে যাইতে। **মতি**—ইচ্ছা। **যুগতি**—যুক্তি, পরামর্শ।

**৩। সহায়**—সাহায্য। প্রভু তাঁহাদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য আশা করেন, তাহা ৪-৬ পয়ারে বলা হইয়াছে।

**৪-৬। রাত্র্যে** ইত্যাদি—রাত্রে পালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যাওয়ার এময় কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, সুতরাং কেহ সঙ্গে যাওয়ার চেষ্টাও করিতে পারিবে না। **কেহো যদি**—ইত্যাদি—যদিই বা কেহ

দুইজন কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ পরতন্ত্র ॥ ৭
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন।
'তোমার সুখে আমার সুখ' কহিলে আপনে ॥ ৮
আমা সভার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয় ॥ ৯
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি ॥ ১০
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর, সঙ্গে চলু বিপ্র একজন ॥ ১১
প্রভু কহে—নিজসঙ্গী কাহো না লইব।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হ'ব ॥ ১২
নূতন সঙ্গী হইবেক—স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যবে পাই, তবে লই একজন ॥ ১৩
স্বরূপ কহে—এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়—পণ্ডিত সাধু আর্য্য ॥ ১৪
প্রথমেই তোমাসঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে ॥ ১৫
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা কৃত্য ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

টের পাইয়া সঙ্গে যাওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে নিষেধ করিয়া এখানে রাখিয়া দিবে ( স্বরূপ-রামানন্দের নিকটে প্রভু এই সাহায্যই চাহিয়াছিলেন )। **তোমা সভার সুখে** ইত্যাদি—যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, তাহা হইলে পথে আমার কোনও কষ্টই হইবে না।

৭। **দুইজনে**—স্বরূপ দামোদর ও রায়রামানন্দ। **স্বতন্ত্র**—স্বাধীন। **পরতন্ত্র**—পরাধীন।

১০। **উত্তম ব্রাহ্মণ**—সৎস্বভাব ব্রাহ্মণ, অথবা ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ। **ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে**—গৃহস্থের বাড়ী হইতে তণ্ডুলাদি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পাক করিয়া তোমাকে খাওয়াইবে। **যাবে পাত্র বহি**—তোমার জলপাত্রাদি বহন করিয়া যাইবে।

১১। **বনপথে যাইতে**—তুমি যে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন যাইতে চাহিতেছ, সেই পথের নিকটে। **ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ**—যে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্নাদি ভোজন করা যায়; আচরণীয় ব্রাহ্মণ।

১২। **নিজ সঙ্গী**—এখানে আমার সঙ্গে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও। **কাহো**—কাহাকেও। **আনের**—অন্যের।

১৩। **স্নিগ্ধ**—স্নেহযুক্ত; কোমল।

১৪। **সুস্নিগ্ধ**—অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত। **সাধু**—ভক্ত বা নির্ম্মল চরিত্র। **আর্য্য**—সরল। আচারবান্।

১৫। **আইলা গৌড় হৈতে**—২।১।২২২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬। **ইঁহার সঙ্গে**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। **বিপ্র এক ভৃত্য**—এক বিপ্র-ভৃত্য; ব্রাহ্মণ-বংশজাত এক ভৃত্য ( চাকর )। **ইঁহো পথে** ইত্যাদি—এই বিপ্রভৃত্য পথিমধ্যে তোমার সেবা ( অঙ্গসেবাদি ) এবং ভিক্ষাকৃত্য ( তোমার আহার সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি ) করিবে।

কেহ কেহ বলেন—এই পয়ারে "বিপ্র এক ভৃত্য" অর্থ—এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য। তাঁহারা বলেন, এইরূপ অর্থ না করিলে ২।১৮।১৬২ পয়ারের "গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিনজন" এই পাঠের অর্থ সঙ্গতি থাকে না—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ-বিপ্র এই দুইজন মাত্র গৌড়িয়াই পাওয়া যায়; কিন্তু "এক বিপ্র ও এক ভৃত্য" এইরূপ অর্থ করিলে ভট্টাচার্য্যকে লইয়া তিনজন গৌড়িয়াই পাওয়া যায়। কিন্তু "বিপ্র এক ভৃত্য" এই বাক্যের সহজ অর্থ ধরিলে "এক বিপ্র-ভৃত্য, ব্রাহ্মণবংশীয় একজন ভৃত্য"—ইহাই পাওয়া যায়; "একজন বিপ্র ও একজন ভৃত্য"—এইরূপ অর্থ যেন কষ্টকল্পিত বলিয়াই মনে হয়; পরবর্ত্তী ১৮ এবং ৬২ পয়ারেও কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের এবং তাঁহার সঙ্গীয় বিপ্রের কর্ত্তব্য-কার্য্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, অতিরিক্তি ভৃত্যের কোনও কার্য্যের উল্লেখ করা হয় নাই; সুতরাং

ইঁহা সঙ্গে লহ যদি, সভার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নহিবে কোন দুখ ॥ ১৭
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥ ১৮
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্রভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি নিল ॥ ১৯
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্র্যে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥ ২০
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২১
স্বরূপগোসাঞি সভায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সভে জানি প্রভুর মন ॥ ২২
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ ২৩
নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥ ২৪
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥ ২৫
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয় ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভৃত্যের আবশ্যকতাও দেখা যায় না; আবশ্যকতা না থাকায়, ভৃত্য ছিল বলিয়াও মনে হয় না। ২।১৮।১৬২ পয়ারের পাঠ সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, উক্ত পয়ারে "কাঁপে তিনজন" স্থলে কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাইটীর ৬৫৮নং হস্তলিখিত পুঁথিতে "কাঁপে দুইজন" পাঠই দৃষ্ট হয় এবং ২।১৮।১৫৫, ১৫৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, পয়ারের "পঞ্চ" স্থলেও উক্ত পুঁথিতে "চারি" পাঠ পাওয়া যায়। এসিয়াটিক-সোসাইটীর পুঁথির পাঠ সঙ্গত হইলে গৌড়িয়া হয় মাত্র দুইজন; তাহা হইলে, "বিপ্র এক ভৃত্য" বাক্যের অর্থ—"এক বিপ্রভৃত্য" এইরূপও হইতে পারে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও তাঁহার "শ্রীশ্রীঅমিয়-নিমাইচরিতের" পঞ্চম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় (৪র্থ সংস্করণ) ঝারিখণ্ডপথে প্রভুর সঙ্গে—কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ-ভৃত্য, মোট এই দুইজনমাত্র ছিলেন বলিয়াই লিখিয়াছেন। ২।১৮।১৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮। **এই বিপ্র**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীয় বিপ্র। **বস্ত্রাম্বুভাজন**—বস্ত্র (কাপড়, বহির্ব্বাস) ও অম্বুভাজন (জলপাত্র)। **ভিক্ষাটন**—তণ্ডুলাদি ভিক্ষার নিমিত্ত লোকালয়ে গমন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পাক করিয়া তোমাকে খাওয়াইবে; আর এই বিপ্র তোমার কৌপীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্র বহন করিয়া নিবে।

২০। **পূর্ব্বরাত্র্যে**—রাত্রির পূর্ব্বভাগে (প্রথম ভাগে); সন্ধ্যারাত্রিতে। **আজ্ঞা লঞা**—শ্রীজগন্নাথের আদেশ লইয়া, বৃন্দাবন যাওয়ার নিমিত্ত। **লুকাইয়া**—অপর কাহাকেও না জানাইয়া।

২২। **কৈল নিবারণ**—প্রভুর অন্বেষণ করিতে নিষেধ করিলেন।

২৩। **উপপথে**—অপ্রসিদ্ধ পথে।

২৫। **পালে পালে**—দলে দলে। **আবেশে**—প্রেমাবেশে।

২৬। বনের মধ্য দিয়া প্রভু কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চলিয়াছেন; লোকজন কোথাও নাই; কিন্তু দলে দলে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, শূকর প্রভৃতি হিংস্র বন্যজন্তু ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পথের উপরেও আসিতেছে। দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাহার সঙ্গীয় বিপ্র অত্যন্ত ভয় পাইলেন; প্রভুর কিন্তু এসমস্তের খেয়ালই নাই; তিনি প্রেমাবেশে চলিতেছেন; কিন্তু হিংস্র জন্তুগণ কাহাকেও আক্রমণ করিল না, তাহারা বরং তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া এক পাশে গিয়াই দাঁড়াইল; এমনিই প্রভুর অপূর্ব্ব শক্তি।

সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমানন্দরসে আপ্লুত করিতে পারেন; প্রেমানন্দরসে আপ্লুত হইলে জীব স্বাভাবিক হিংসাবিদ্বেষাদি ভুলিয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণনামেরও

একদিন পথে ব্যাঘ্র করি আছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৭

প্রভু কহে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপ শক্তি আছে; যেহেতু নাম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ; এজন্যই শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় লিখিয়াছেন, "শুনিয়া গোবিন্দরব, আপনি পালাবে সব, সিংহরবে যথা করিগণ।" সিংহের গর্জ্জন শুনিলে যেমন হস্তিগণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দনাম শুনিলেই হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। এস্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার মুখে ভুবনমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু যে স্বাভাবিক-হিংসাদি ত্যাগ করিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ভগবান্; সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা; ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর চিত্তের নিয়ন্তাও তিনিই; তিনি তাহাদের চিত্তকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলেন, যাতে তাহারা হিংসাদি ভুলিয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। স্বয়ং ভগবানের কথাত দূরে—তাঁহার কোনও স্বরূপের সাধক যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুগণ হিংসা করেনা; এজন্য গভীর অরণ্যমধ্যেও সাধু-মহাত্মগণ বির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া ভজন-সাধন করিতে পারেন।

**তারা**—ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার ও শূকরগণ।

**২৭-২৮।** একদিন বনমধ্যদিয়া প্রভু চলিয়াছেন; প্রভুর পথে একটী বাঘ শুইয়া ছিল; প্রভু প্রেমাবেশে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চলিতেছিলেন, বাঘকে তিনি দেখেন নাই; হঠাৎ বাঘের গায়ে প্রভু হোচট খাইলেন; তখন প্রভুর খেয়াল হইল, বাঘ দেখিলেন; দেখিয়াই প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিলেন। প্রভুর চরণস্পর্শে বাঘ ধন্য হইল, তাহার প্রারব্ধ ধ্বংস হইয়া গেল, তাহার চিত্তে প্রভুর কৃপায় প্রেমের সঞ্চার হইল। বাঘ উঠিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রশ্ন হইতে পারে বাঘ মানুষের মত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারেনা; তথাপি কিরূপে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিল? শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি স্বপ্রকাশ ও অপ্রাকৃত বস্তু; এসব প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মানুষও প্রাকৃত-জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না; তবে, যে ভাগ্যবান্ নাম লইতে ইচ্ছা করেন, নাম স্বয়ং কৃপা করিয়া তাঁহার জিহ্বায় উদিত হন; যেহেতু, নাম-রূপাদি শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় স্বপ্রকাশ-বস্তু। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভ. র. সি. ১।২।১০৯॥" নাম গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইলে স্বপ্রকাশ নাম জিহ্বায় স্ফুরিত হয়; ইহাই এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়। মানুষ বরং নাম গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইতে পারে, যেহেতু মানুষের বিচার-শক্তি আছে; কিন্তু বিবেকহীন বন্য-পশু কিরূপে নাম-গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইবে? আর কিরূপেই নাম তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইবে? বিচারশক্তি থাকিলেই যদি জীব নাম-গ্রহণে উন্মুখ হইত, তাহা হইলে সকল মানুষই নাম গ্রহণ করিত। নাম-গ্রহণে ইচ্ছার হেতু, বিচার-শক্তি নহে—সাধুকৃপা বা ভগবৎ-কৃপাই ইহার হেতু। এস্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া বন্য-পশুকে "কৃষ্ণ" বলার জন্য আদেশ করিলেন; তাঁহার কৃপাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ঐ পশুর মনেও নাম-গ্রহণের ইচ্ছা জন্মিতে পারে; এবং ইচ্ছা জন্মিলেই স্বপ্রকাশ-নাম কৃপা করিয়া তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইতে পারে। আর এক ভাবেও এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যায়। আধ্যাত্মিক শক্তিশূন্য সাধারণ মানুষকেও বন্য-পশু-পক্ষীকে পোষ মানাইয়া তাদের দ্বারা নিজের ইচ্ছানুরূপ অনেক কাজ করাইতে দেখা যায়; এমন কি, শুক, শালিক, ময়না প্রভৃতি পক্ষীদ্বারা কৃষ্ণ, রাম, হরি ইত্যাদি নাম পর্য্যন্তও লওয়াইতে দেখা যায়। অবশ্য, একদিনে কেহ ইহা করিতে পারে না; অভ্যাসদ্বারা ক্রমে ক্রমে ইহা করিয়া থাকে। আর যে সকল মানুষ আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন—অরণ্যবাসী সাধু মহাজনগণ—তাঁদের দ্বারা অতি সহজেই এইরূপ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে; যেহেতু, সর্ব্ব-ভূতান্তর্যামী পরমাত্মা প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন; এই

আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান । | মত্ত-হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পরমাত্মা প্রত্যেককেই সৎপথে চলিতে ইঙ্গিত করেন ; কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না ; ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া যাঁহারা এই মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা পরমাত্মার ইঙ্গিত তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন ; তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মা পূর্ণরূপে স্ফুর্ত্তি পাইয়া থাকেন ; এইরূপে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত পরমাত্মার নিকটেও যে আসে, উৎকট অপরাধ না থাকিলে, তাহারও অন্তঃকরণে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য মায়াবন্ধন শিথিল হইয়া যায় ; কারণ, যেখানে ঈশ্বর, সেখানে মায়া থাকিতে পারে না, যেখানে সূর্য্য, সেখানে অন্ধকার থাকিতে পারেনা । এইরূপে মায়ামোহ কাটিয়া গেলে, সেও তখন পরমাত্মার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে । তাই আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ইঙ্গিত বা আদেশ বন্য-পশু-পক্ষীও বুঝিতে পারে । এই গেল জীবের কথা । আর মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্—পরমাত্মারও পরমাত্মা । তাঁহার অসীম শক্তি ; তিনি যে ইঙ্গিতমাত্র বন্য-পশুকে পোষ মানাইয়া কৃষ্ণনাম লওয়াইবেন, ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে ; তিনি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, পরমাত্মারও পরমাত্মা, তাঁহার ইঙ্গিতে যে বন্য পশুর হৃদয়স্থিত পরমাত্মা বন্যপশুকে কৃষ্ণনাম লইতে উন্মুখ করিবে, ইহাতেই বা বিস্ময়ের কথা কি ? অথবা :—নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই ; নামী যেমন অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন, নামও তদ্রূপ অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন ; নামী যেমন স্বপ্রকাশ—যখন ইচ্ছা, যে ভাবে ইচ্ছা, যেস্থলে ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন ; নামও তদ্রূপ, যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন ; সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণনাম অবশ্যই বন্যপশুর জিহ্বায় স্ফুরিত হইতে পারেন । **অথবা,** মানুষের দেহে যেই জীবাত্মা, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্মাদির দেহেও সেই একই রূপ জীবাত্মা ; কর্ম্মফলের পার্থক্য অনুসারে কোনও কোনও জীবাত্মা মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছে, কোনও কোনও জীবাত্মা পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদির বা বৃক্ষলতা-তৃণ-গুল্মাদির দেহ আশ্রয় করিয়াছে। সকল জীবাত্মাই কিন্তু চেতন চিদ্বস্তু, সকল জীবাত্মাই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া কৃষ্ণসেবাসুখের বাসনাও তাহাদের নিত্য এবং সেই বাসনার স্ফুরণও নিত্য । কিন্তু এই বাসনা তাহাদের আশ্রয়ভূত দেহের ভিতর দিয়া, দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া, স্ফুরিত হয় বলিয়া দেহের বা ইন্দ্রিয়ের বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখবাসনা রূপে প্রতিভাত হয় । ভিন্ন ভিন্ন দেহের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা, রূপ বা প্রকৃতি, শক্তি ও শক্তির বিকাশেরও—সেই সেই দেহাশ্রিত জীবের কর্ম্মফলানুসারে তারতম্য আছে । মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদির জিহ্বা আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে ; কিন্তু সকলের শব্দ একরূপ নহে । মানুষের বোধগম্য শব্দ বা ভাষা কেবল মানুষের জিহ্বাই উচ্চারণ করিতে পারে, পশু-পক্ষী পারেনা । পশু-পক্ষীর দেহাশ্রিত জীবের কর্ম্মফল তদ্রূপ শব্দ বা ভাষার উচ্চারণে পরিপন্থী । সাধারণ লোক যদি কোনও পশুকে কৃষ্ণ বলার জন্য আদেশ করে, সেই পশু তাহা বলিতে পারিবে না ; কারণ, সাধারণ লোকের ইচ্ছাতে কর্ম্মফলজনিত জিহ্বার অক্ষমতা দূরীভূত হইবেনা । কিন্তু অনন্ত অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন চরণদ্বারা ব্যাঘ্রকে স্পর্শ করিলেন এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উঠিলেন, তখনই প্রভুর কৃপায় এবং তাঁহার চরণ-স্পর্শের প্রভাবে ব্যাঘ্রের প্রারব্ধ কর্ম্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং সেই কর্ম্মফলজনিত তাহার জিহ্বার অসামর্থ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং ব্যাঘ্রের দেহস্থিত জীবাত্মাও তখন স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রভুর কৃপায় ব্যাঘ্রের জিহ্বাদ্বারাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন ।

স্বরূপে অবস্থিত জীবাত্মা পশুদেহে অবস্থিত থাকিলেও যে শ্রীকৃষ্ণনামাদি উচ্চারণ করিতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতে মৃগদেহাশ্রিত ভরত-মহারাজের মৃগদেহ ত্যাগ সময়ে ( শ্রী, ভা, ৫।১৪।১৫ ) এবং গজেন্দ্র-মোক্ষণ-লীলায় ( শ্রী, ভ, ৮।৩য় অধ্যায় ) তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয় । ২।১৭।৬-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

**২৯। মত্তহস্তিযুথ**—মদমত্ত হাতীর পাল। **করিতে জলাপান**—সেই নদীতে জলপান করিতে।

প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা ॥ ৩০
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে প্রেমে নাচে গায় ॥ ৩১
কেহো ভূমে পড়ে, কেহো করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥ ৩২
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ ॥ ৩৩
ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পঢ়ে রঙ্গে ॥ ৩৪

তথাহি ( ভাঃ ১০।২১।১১ )—
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অপরা আহুঃ, হে সখি! মূঢ়মতয়স্তির্যগ্ জাতয়োপ্যেতা হরিণ্যো ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ যা বেণুরণিতং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়সহিতৈরবলোকনৈ র্বিরচিতাং পূজাং সম্মানং দধুঃ কৃতবত্যঃ। কিঞ্চ, কৃষ্ণসারৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা এব দধুঃ, অস্মৎপতয়স্তু গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমক্ষং তন্ন সহন্ত ইতি ভাবঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩০। **জলকৃত্য**—স্নানাদি। **আগে**—প্রভুর সম্মুখে। **মাইলা**—মারিলেন; হাতীর গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন।

৩১-৩২। নাচা, গাওয়া, ভূমিতে পড়া, চীৎকার করা—এসব কৃষ্ণপ্রেমের বিকার। মহাপ্রভুর কৃপায় তাহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

৩৪। অন্বয়—( প্রভুর কণ্ঠ-) ধ্বনি শুনিয়া ( মৃগীগণ ) প্রভুর সঙ্গে ( সঙ্গে পথের ) ডাহিনে ও বামে দিয়া চলিতে থাকে। প্রভু তাহাদের অঙ্গে হাত বুলাইয়া দেন এবং মুখে "ধন্যাঃ স্ম" ইত্যাদি শ্লোক পড়েন। পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

**শ্লো। ২। অন্বয়।** মূঢ়মতয়ঃ ( বিবেকহীনমতি ) অপি ( ও—হইয়াও ) এতাঃ ( এই সকল ) হরিণ্যঃ ( হরিণীগণ ) ধন্যাঃ ( কৃতার্থা ) স্ম ( অহো—অহো আমাদিগের ঈদৃশ ভাগ্য হইল না ); যাঃ ( যাহারা—যে হরিণীগণ) বেণুরণিতং ( বেণুনাদ ) আকর্ণ্য ( শুনিয়া ) সহকৃষ্ণসারাঃ ( কৃষ্ণসারদিগের সহিত—স্ব স্ব পতির সহিত ) উপাত্তবিচিত্র-বেশং ( বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাদিদ্বারা বিচিত্র বেশধারী ) নন্দনন্দনং ( নন্দনন্দনের প্রতি ) প্রণয়াবলোকৈঃ ( প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা ) বিরচিতাং ( বিরচিতা ) পূজাং ( পূজা ) দধুঃ ( করিতেছে )।

**অনুবাদ।** শরৎকালে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পরম-মনোহর বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোনও কোনও গোপী বলিয়াছিলেন—এই হরিণীগণ বিবেকহীনমতি হইলেও ধন্য; কারণ, ইহারা বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া স্ব-স্ব-পতি কৃষ্ণসারগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা—বনমালা ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাবতংসাদিদ্বারা রচিত বিচিত্র-বেশধারী নন্দ-নন্দনের পূজা করিতেছে; অহো! আমাদের ঈদৃশ ভাগ্য হইল না। ২

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শুনিয়া বিহ্বলচিত্তা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পরকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহার কয়েকটী কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনস্থ হরিণীগণ হরিণগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে বেণুবাদক শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়াছিল; তাহা দেখিয়া কোনও গোপী তাহার কোনও সখীকে বলিলেন:—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় এই বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের কথা তো দূরে, বৃন্দাবনের পশুদিগেরই বা কি সৌভাগ্য! এই হরিণীগণ **মূঢ়মতয়ঃ অপি**—মূঢ় ( বিবেকহীনা ) মতি ( বুদ্ধি ) যাহাদের, তাদৃশী হইলেও, বন্যপশু বলিয়া ইহাদের হিতাহিত-বিবেচনা না থাকিলেও ইহারা ধন্য; কারণ, **বেণুরণিতং**—বেণুর রণিত ( শব্দ ),

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ ৩৫
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবনগুণবর্ণন-শ্লোক পঢ়িল ॥ ৩৬

তথাহি ( ভাঃ ১০।১৩।৬০ )—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষণাদিকম্ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদাহ যত্রেতি। নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ স্বাভাবিকাপ্রতিকার্য্যবৈরবন্তোঽপি নরাঃ সিংহাদয়শ্চ মিত্রাণীব যত্র সহৈবাসন্ অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্‌তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ঃ যস্মাত্তথাভূতং বৃন্দাবনমপশ্যদিতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বেণুধ্বনি শুনিয়া ইহারা **সহকৃষ্ণসারৈঃ—স্ব**স্বপতি কৃষ্ণসার-হরিণগণের সহিত একত্র হইয়া নন্দনন্দনের পূজা করিতেছে; কি দিয়া পূজা করিতেছে? **প্রণয়াবলোকৈঃ**—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা; প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিই হইল ইহাদের কৃত পূজার উপকরণ। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? **উপাত্তবিচিত্রবেশং**—স্বীকৃত হইয়াছে বিচিত্র ( বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাদিদ্বারা রচিত সুন্দর ) বেশ যদ্দ্বারা, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা পূজা করিতেছে। **স্ম**—( খেদার্থক অব্যয় ); অহো আমাদের ঈদৃশ ভাগ্য নাই; ইহাদের পতিগণ ইহাদের প্রতি রুষ্ট তো হয়ই না, বরং ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতেছে; কিন্তু আমাদের পতিগণ যদি দেখিতেন যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা কত রুষ্ট হইতেন! আর এই হরিণীগণের পতিগণ **কৃষ্ণসারাঃ**—কৃষ্ণকেই তাহারা সার করিয়াছে—এত প্রীতি তাদের শ্রীকৃষ্ণে!

কোনও কোনও গ্রন্থে "মূঢ়মতয়ঃ" স্থলে "মূঢ়গতয়ঃ" পাঠ এবং "বেণুরণিতং" স্থলে "বেণুরিকিতং" পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

বন দেখিয়া প্রভুর বৃন্দাবন জ্ঞান হইয়াছিল এবং পথের ধারে মৃগগণকে দেখিয়া উক্ত শ্লোকোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদাকৃষ্ট বৃন্দাবনস্থ মৃগগণের কথা মনে হইয়াছিল; তাই প্রভু ভাবাবেশে মৃগগণের অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে উক্ত শ্লোকটী পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-সম্পন্না হরিণীগণের প্রতি শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ যে ভাবে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু ঝাড়িখণ্ডস্থ হরিণীগণের অঙ্গে হাত বুলাইতেছিলেন।

**৩৫-৩৬। হেনকালে**—প্রভু মৃগীদিগের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্লোক পড়িতেছেন, এমন সময়ে।

"যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতের ( ১০।১৩।৬০ ) শ্লোক হইতে জানা যায়, বৃন্দাবনে হিংসা-বিদ্বেষাদি নাই; এজন্য সেস্থানে স্বভাবতঃই পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যাঘ্র এবং মৃগগণও মিত্রের ন্যায় একত্র বাস করে। তাই প্রভু যখন দেখিলেন—এই বনেও ব্যাঘ্র ও মৃগ—খাদক ও খাদ্য—একত্রেই তাঁহার সঙ্গে চলিতেছে, বাঘকে দেখিয়া মৃগ পলাইতেছে না, মৃগকে দেখিয়াও বাঘ আক্রমণ করিতেছে না—তাহারা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া মিত্রভাবাপন্নই যেন হইয়াছে—তখন প্রভুর বৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল এবং তিনি "যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন।

**বৃন্দাবন-গুণবর্ণন-শ্লোক**—যে শ্লোকে বৃন্দাবনের এইরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্লোক। সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ৩। অন্বয়।** [ ব্রহ্মা ] ( ব্রহ্মা ) অজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষণাদিকং ( অজিত-শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল বলিয়া যে স্থান হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে, সেই ) [ বৃন্দাবনং ] ( বৃন্দাবন ) [ অপশ্যৎ ] ( দর্শন করিলেন ), যত্র ( যে বৃন্দাবনে ) নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ ( স্বভাবতঃই শত্রুভাবাপন্ন ) নৃমৃগাদয়ঃ ( মনুষ্য এবং সিংহব্যাঘ্রাদি পশুগণ ) মিত্রাণি ইব ( মিত্রের ন্যায় ) সহ ( একই সঙ্গে ) আসন্ ( বাস করিয়াছিল )।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**অনুবাদ।** অজিত-শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল বলিয়া যেস্থান হইতে ক্রোধ-লোভাদি ( দূরে ) পলায়ন করিয়াছে, এবং যে স্থানে স্বভাবতঃই শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুগণ মিত্রের ন্যায় একই সঙ্গে বাস করে, ( ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন দর্শন করিলেন )। ৩

( শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের অন্বয় বলিয়া শ্লোকের অন্বয়ে প্রথমে "ব্রহ্মা" এবং মধ্যভাগে "বৃন্দাবনং অপশ্যৎ" অংশ যোগ করিতে হইল। "ব্রহ্মা বৃন্দাবনং অপশ্যৎ"—এই অংশ পূর্ব্বশ্লোকে আছে; এই শ্লোকটী পূর্ব্বশ্লোকক্ত "বৃন্দাবনং"-শব্দের বিশেষণ-স্থানীয় )।

ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা ব্রজের সমস্ত রাখাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে সেই সমস্ত রাখাল ও গোবৎসরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়া এবং স্বয়ংরূপেও বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; ক্রমে ক্রমে যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-সকল ব্রহ্মার সমক্ষে প্রকটিত হইতে লাগিল। এই সময়েই ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবনের যে রূপ দেখিলেন, তাহারই একটী দিক এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মা কিরূপ বৃন্দাবন দেখিলেন? **অজিতাবাস-দ্রুতরুট্তর্ষণাদিকং**—অজিতের ( শ্রীকৃষ্ণের ) আবাস ( বাসস্থান—লীলাস্থলী ) বলিয়া যাহা হইতে ( যে স্থান হইতে ) দ্রুত ( পলায়িত ) হইয়াছে—পলায়ন করিয়াছে রুট্ ( রোষ—ক্রোধ ) তর্ষণ ( তৃষ্ণা—লোভ )-আদি ( আদিশব্দে হিংসা-বিদ্বেষাদি স্থচিত হইতেছে ), তাদৃশ বৃন্দাবন দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষাদি কিছুই নাই—যেহেতু, ইহা অজিত-শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। এস্থলে "অজিত"-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অ-জিত—( ভক্তি বা প্রেম ব্যতীত অপর ) কাহারও দ্বারাই তিনি জিত বা পরাজিত হয়েন না, ( অপর ) কাহারও বশ্যতা তিনি স্বীকার করেন না; হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-লোভাদি তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না বলিয়া তাঁহার নিকটে—এমন কি, তিনি যে স্থানে লীলা করেন, সেই স্থানের নিকটেও যাইতে সাহস করে না—সেস্থান হইতে দূরেই পলায়ন করিয়া থাকে। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনে ক্রোধ নাই, লোভ নাই, হিংসাবিদ্বেষাদি নাই। বস্তুতঃ ক্রোধলোভাদি হইল প্রাকৃত-মায়ার ক্রিয়া; যেখানে মায়া, সেখানেই মায়ার ক্রিয়া ক্রোধলোভাদি থাকিতে পারে; মায়া যেস্থান হইতে দূরে সরিয়া থাকেন, ক্রোধলোভাদিও সেস্থান হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। মায়া কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিত হয়েন ( বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ইত্যাদি শ্রীভা, ২।৫।১৩ ), ভগবানের দৃষ্টিপথের—সুতরাং তাঁহার লীলাস্থলেরও—বাহিরেই থাকেন। তাই মায়ার ক্রিয়া ক্রোধ-লোভাদিও তাঁহার লীলাস্থলে থাকিতে পারে না। যাহা হউক, ব্রহ্মা আরও দেখিলেন **যত্র**—যেস্থানে, যে বৃন্দাবনে, **নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ**—নৈসর্গ ( নিসর্গোত্থ, স্বভাবসিদ্ধ ) দুর্ব্বৈর ( অত্যন্ত বৈরিতা বা শত্রুতা ) যাহাদের মধ্যে, স্বভাবতঃই যাহারা পরস্পরের প্রতি ভীষণ-শত্রুভাবাপন্ন, তাদৃশ **নৃমৃগাদয়ঃ**—নৃ ( নর—মানুষ ) ও মৃগাদি ( পশু-আদি—সিংহব্যাঘ্রাদি ), যাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ, এরূপ মনুষ্য-ব্যাঘ্রাদি, তাহাদের স্বাভাবিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া **মিত্রাণি ইব**—মিত্রেরই মতন, পরস্পরের বন্ধুর মতনই একসঙ্গে অবস্থান করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে হিংসাদি নাই বলিয়া মানুষকে বধ করার প্রবৃত্তি বাঘের মনে জাগেনা, বাঘ দেখিলেও মানুষের মনে ভয় বা বধ করার প্রবৃত্তি জাগে না। শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমময়বপু-শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমময়বপু পরিকরদের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিতে খেলিতে প্রীতির এক অপূর্ব্ব-বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিতেছেন, সেই বন্যা তত্রত্য স্থাবর-জঙ্গম—মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমস্তকেই প্রীতিরসে পরিনিষিক্ত করিয়া দিতেছে; তাই, মনুষ্য-ব্যাঘ্র-সিংহাদি কেবল যে পরস্পরের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক শত্রুতা ভুলিয়াই আছে, তাহাই নহে; পরন্তু পরস্পরের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক পরম-বন্ধুর মতনই একই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনের একটী মাহাত্ম্য; ব্রহ্মা এই মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিলেন।

'কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ ৩৭
নাচে-কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে ॥ ৩৮
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ ৩৯
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা-সভাকে তাহাঁ ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥ ৪০
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বোলে, নাচে মত্ত হঞা ॥ ৪১
'হরি বোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ ৪২
ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ ৪৩
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহাঁ করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥ ৪৪
কেহো যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥ ৪৫
সভে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে ॥ ৪৬
যদ্যপি প্রভু লোকসঙ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ॥ ৪৭
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥ ৪৮
গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণদেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥ ৪৯
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাহাঁ পরম পাষণ্ড ॥ ৫০
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার্? ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। **বৈল**—বলিল। **ব্যাঘ্র-মৃগ**—"কৃষ্ণকৃষ্ণ" বলিয়া বাঘ ও হরিণ একসঙ্গে নাচিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯। **অন্যোন্যে**—পরস্পর; একে অন্যকে।

৪২। **বৃক্ষলতা** ইত্যাদি—প্রভুর কৃপায় বৃক্ষলতাদিও প্রেমলাভ করিয়াছে; তাই তাহাদের প্রফুল্লতা। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই তাহার প্রমাণ; কারণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই সকলকে—এমন কি তরুলতাদিকে পর্য্যন্তও প্রেম দিতে সমর্থ নহেন। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ল.ভা পূর্ব্ব ৫।৩৭ ॥"

৪৭-৪৮। **লোকসঙ্ঘট্টের** ত্রাসে—পাছে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমের বিকার দেখিয়া বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হয়, এই ভয়ে। **ত্রাসে**—ভয়ে।

**দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে**—তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া।

৫০-৫১। **ভিল্ল**—ভীল; অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিবিশেষ।

ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন যাওয়ার ছলে প্রভু বন্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জঙ্গম জন্তুদিগকে এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর জন্তুদিগকেও ( পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ার ) কৃষ্ণ নাম দিয়া প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন এবং তত্রত্য ভীল-প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি গুলিকেও নাম প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহাই প্রভুর ঝারিখণ্ড-পথে যাওয়ার মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়; এবং গৌড়দেশ দিয়া না যাওয়ারও ইহাই বোধ হয় মুখ্য কারণ। গৌড়-দেশ দিয়া গেলে ঝারিখণ্ড-পথের ন্যায়—বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু-আদির এবং বৃক্ষলতাদির—বিশেষতঃ ভীল্লাদি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তো বঙ্গদেশেই ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন; পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীরূপ-সনাতনাদির দ্বারাই প্রচারের কার্য্য সমাধা করিবেন বলিয়া প্রভুর সঙ্কল্প ছিল; দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে প্রভু স্বয়ং বা পরম্পরাক্রমে যাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন, কিম্বা বঙ্গে বা পশ্চিমাঞ্চলে যাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে বা

বন দেখি হয় ভ্রম—এই বৃন্দাবন।
শৈল-দেখি মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন ॥ ৫২
যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে—কলিন্দী।
তাহাঁ প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ॥ ৫৩
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাহাঁ যেই পায়েন, তাহা লয়েন সকল ॥ ৫৪
যে গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৫
কেহো অন্ন আনি দেয় ভট্টচার্য্য-স্থানে।
কেহো দুগ্ধ দধি, কেহো ঘৃত খণ্ড আনে ॥ ৫৬
যাহাঁ বিপ্র নাহি, তাহাঁ শূদ্র মহাজন।
আসি সভে ভট্টচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৫৭
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ ৫৮
দুইচারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাহাঁ শূন্যবন—লোকের নাহিক বসতি ॥ ৫৯
তাহাঁ সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক ॥ ৬০
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরম্পরাক্রমে প্রভুর কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারওই ঝারিখণ্ডস্থ অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিদের সংশ্রবে আসার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না; হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ এবং হিংস্রপশুতুল্যাই ভীল্লাদি বর্ব্বরজাতিপরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল ঝারিখণ্ডে নামপ্রেম-প্রচারার্থ অন্য কাহাকেও পাঠাইতেও হয়তো ভক্তবৎসল প্রভুর আশঙ্কা হইত; তাই তিনি নিজেই বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে—গৌড় হইতেও আর অগ্রসর হইলেন না, কটক হইতেও প্রসিদ্ধ পথে গেলেন না; গেলেন ঝারিখণ্ডপথে।

৫২-৫৩। **শৈল**—পাহাড়। **কালিন্দী**—যমুনা।

৫৪। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

৫৬। **অন্ন**—চাউল-আদি। **খণ্ড**—মিষ্টদ্রব্যবিশেষ; খাঁড়।

৫৭। **শূদ্রমহাজন**—শূদ্রান্ন গ্রহণ বিধেয় নহে বলিয়া প্রভু ব্রাহ্মণের অন্নই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু যে স্থানে ব্রাহ্মণ নাই, সেস্থানে ভগবদ্‌ভক্ত (মহাজন) শূদ্রের নিকট হইতেই ভিক্ষার্থ দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন। ইহাতে শূদ্রান্ন-গ্রহণের দোষ হয় না; যেহেতু "ন শূদ্রা ভগবদ্‌ভক্তাঃ"—যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্ত, শূদ্রগৃহে তাঁহাদের জন্ম হইলেও তাঁহারা শূদ্র নহেন। হরিভক্তিবিলাসের ৫।২২৪ শ্লোকের টীকাধৃত পাদ্মবচন। অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও উক্ত শ্লোকের টীকার শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বলিয়াছেন, শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব, বিপ্রৈঃসহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব-গণনা—বৈষ্ণব-শূদ্রাদি বিপ্রের তুল্য, ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের একত্র গণনা। এ সমস্ত কারণেই বৈষ্ণব-শূদ্রের এবং বৈষ্ণব-স্ত্রীলোকেরও ব্রাহ্মণের ন্যায় শালগ্রামশিলা-পূজায় অধিকার আছে বলিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও উল্লেখ করিয়াছেন। হ. ভ. বি, ৫।২২৩, ২২৪॥ যাহা হউক, যাহার অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহার দোষগুণ ভোক্তার দেহে সংক্রামিত হয় বলিয়াই শূদ্রান্ন ভোজনের নিষিদ্ধতা; কিন্তু ভগবদ্‌ভক্ত শূদ্র প্রকৃত ব্রাহ্মণেরই তুল্য বলিয়া তাঁহার অন্নগ্রহণে দোষ হইতে পারে না; তাই শ্রীভগবান্‌ই বলিয়াছেন—অভক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও তাঁহার প্রিয় নহেন; বরং ভক্ত শ্বপচও তাঁহার প্রিয় এবং ভক্ত শ্বপচের জিনিসই তিনি গ্রহণ করেন এবং ভক্ত শ্বপচকেই তিনি কৃপাও করেন। "ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্‌ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্‌॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১১।৯১।"

৫৯। **সংহতি**—সঙ্গে সঞ্চিত করিয়া।

৬১। "বন্যভোজনে"-স্থলে "বন্যব্যঞ্জনে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

**মহাসুখ** ইত্যাদি—নির্জ্জনে থাকিলে অবাধে কৃষ্ণলীলাদি চিন্তা করিতে পারেন বলিয় সুখ পাইতেন।

ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্বাস ॥ ৬২
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুইসন্ধ্যা অগ্নি তাপে,—কাষ্ঠ অপার ॥ ৬৩
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন— ॥ ৬৪
শুন ভট্টাচার্য্য! আমি গেলাম বহুদেশ।
বনপথের সুখের কাহাঁ নাহি পাই লেশ ॥ ৬৫
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল ॥ ৬৬
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার—।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার ॥ ৬৭
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন ॥ ৬৮
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন ॥ ৬৯
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাহাঁ হৈল আমা-সঙ্গে ॥ ৭০
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাহাঁ বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা ॥ ৭১
কৃপার সমুদ্র—দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয় ॥ ৭২
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল—।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥ ৭৩
তেঁহো কহে—তুমি কৃষ্ণ, তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি—মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৪
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাথে ভিক্ষা যে করিলা ॥ ৭৫
অধম কাকেরে কৈলা গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭৬

তথাহি ( ভাঃ ১।১।১ ) ভাবার্থদীপিকায়াম্—
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মূকমিতি। মূকংবাক্‌শক্তিরহিতং বাচালং বাচা বাক্যেন অলং পূর্ণং বাক্‌পটুমিত্যর্থঃ। পরমানন্দমাধবং সচ্চিদানন্দস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং তথা পরমানন্দনামা মদ্‌গুরুঃ স এব মাধবঃ মাধবাদভিন্ন ইত্যর্থঃ তম্। শ্লোকমালা। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৩। **নির্ঝর**—ঝরণা। **উষ্ণোদকে**—উষ্ণ ( গরম ) উদকে ( জলে )।

প্রভু শরৎকালে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন; সুতরাং যখন বনমধ্যে ছিলেন, তখন শীত আরম্ভ হইয়াছিল; তাই প্রভু ঝরণার গরমজলে স্নান করিতেন এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে আগুন পোহাইতেন; আগুন জ্বালার জন্য বনে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ পাওয়া যাইত।

৭১। **সনাতন-মুখে**—সনাতন-গোস্বামী প্রভুর নিকট বলিয়াছিলেন—"যাঁহার সঙ্গে চলে লোক লক্ষ কোটি। বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥ ২।১।২১০॥ এবং ২।১৬।২৬৪॥ এই শিক্ষার কথাই প্রভু বলিতেছেন।

**তাঁহা বিঘ্ন করি**—গৌড়পথে বৃন্দাবন যাওয়া বন্ধ করিয়া।

৭৬। **অধম কাকেরে** ইত্যাদি—কাক অতি হীন পক্ষী; সে কখনও ভগবৎ-সমীপে যাওয়ার যোগ্য নহে; কিন্তু ভাগ্যবান্ গরুড় স্বয়ং নারায়ণকে পৃষ্ঠে বহন করে, নারায়ণের পরিকর। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমি হীন অধম জীব; তুমি স্বয়ংভগবান্, আমি তোমার নিকটে আসার অযোগ্য; কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গে আনিয়াছ, সঙ্গে রাখিয়াছ, তোমার সেবার অধিকার দিয়াছ। হীন কাককে যেন গরুড়ের সৌভাগ্য দিয়াছ। তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়াই তোমার অচিন্ত্য-শক্তিতে আমার ন্যায় অধমকেও তোমার সঙ্গে থাকিবার যোগ্য করিয়া লইতে পারিয়াছ।"

**শ্লো। ৪। অন্বয়।** যৎকৃপা ( যাঁহার কৃপা ) মূকং ( বাক্‌শক্তিহীন বোবাকে ) বাচালং ( বাক্‌পটু )

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৭৭
এইমত নানাসুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্নস্নান কৈলা মণিকর্ণিকায় আসি ॥ ৭৮
সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল তাঁর কিছু বিস্ময়জ্ঞান—॥ ৭৯
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল, হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৮০
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন ॥
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮১
প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ ৮২

ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ৮৩
প্রভুর চরণোদক সংবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৪
প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্রভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥ ৮৪
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ-সংবাহন ॥ ৮৬
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
'প্রভু আইলা' শুনি চন্দ্রশেখর আইলা ॥ ৮৭
মিশ্রের সখা তেঁহো—প্রভুর পূর্ব্ব দাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী-বাস ॥ ৮৮

---

**গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।**

করোতি ( করে ), পঙ্গুং ( পঙ্গু—খোঁড়াকে ) গিরিং ( পর্ব্বত ) লঙ্ঘয়তে ( লঙ্ঘন করায় ), তং ( সেই ) পরমানন্দং ( পরমানন্দস্বরূপ ) মাধবং ( মাধবকে—শ্রীকৃষ্ণকে ) অহং ( আমি ) বন্দে ( বন্দনা করি )।

**অনুবাদ।** যাঁহার কৃপা বাকৃশক্তিহীনকে ( বোবাকে ) বাক্‌পটু করে, খঞ্জকে পর্ব্বতলঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ৪

অসম্ভবকে সম্ভব করিবার শক্তি যে শ্রীকৃষ্ণের আছে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক; এই ভাবে এই শ্লোক ৭৬-পয়ারের প্রমাণ।

৭৮। **মণিকর্ণিকায়**—কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে।

৭৯। **সেইকালে**—প্রভু যখন স্নান করিতেছিলেন, তখন। **তপনমিশ্র**—ইনি প্রভুর আদেশে পূর্ব্ব হইতেই কাশীতে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে তপনমিশ্রকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব বলিয়া হরিনামগ্রহণের উপদেশ দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—"মিশ্র! তুমি এখন কাশীতে গিয়া বাস কর; সেখানে আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে ( ১।১৬।১৪,১৫॥ )॥" **বিস্ময়জ্ঞান**—হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বিস্ময়। তপনমিশ্রও গঙ্গার মণিকর্ণিকাঘাটে স্নান করিতেছিলেন।

৮২। বিশ্বেশ্বর দর্শনের পরে বিন্দুমাধবও দর্শন করাইলেন।

৮৩। **সেবা করি**—প্রভুর পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া ও বসিতে আসনাদি দিয়া। **বস্ত্র উড়াইয়া**—আনন্দের আতিশয্যে হাতে কাপড় ঘুরাইয়া মিশ্র নাচিতে লাগিলেন।

৮৪। **সবংশে**—স্ত্রীপুত্রাদিসহ সকলে। **ভট্টাচার্য্যের**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের। **পূজা**—সেবা।

৮৫। **বলভদ্রভট্টাচার্য্যে**—বলভদ্রভট্টাচার্য্যের দ্বারা।

৮৬। **রঘু**—তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ। ইনিই পরবর্ত্তীকালে রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

৮৮। চন্দ্রশেখরের পরিচয় দিতেছেন। **প্রভুর পূর্ব্বদাস**—পূর্ব্বেও প্রভুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। **লিখনবৃত্তি**—পুস্তকাদি নকল করিয়া ( লিখিয়া ) অর্থোপার্জ্জন করেন যিনি এবং তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন যিনি।

আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৯
চন্দ্রশেখর কহে—প্রভু! বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯০
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
'মায়া ব্রহ্ম'-শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥ ৯১
'ষড়্-দর্শন-ব্যাখ্যা' বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ-কথা ॥ ৯২
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥ ৯৩
শুনি—মহাপ্রভু! যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিনকথো রহি তার' ভৃত্য দুই জন ॥ ৯৪
মিশ্র কহে—প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥ ৯৫
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাই, তবু তথা রহিল দিন দশে ॥ ৯৬
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥ ৯৭
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে—প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে—আজি মোর হ'য়েছে নিমন্ত্রণে ॥ ৯৮

### গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। **প্রারব্ধে**—কর্ম্মফলে। এস্থলে চন্দ্রশেখর নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই বলিতেছেন। যেহেতু, তিনি কাশীতে কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণলীলাদি কিছুই শুনিতে পান না, শুনেন কেবল "মায়া" ও "ব্রহ্মের" কথা। কাশীতে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যের চর্চ্চাই বেশী; এই ভাষ্যে মায়াবাদ স্থাপিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম বলিয়াই জীবের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; ইহা ভক্তি-ধর্ম্ম-বিরোধী। মায়াধীন জীবকে মায়াধীশ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা ভক্ত অপরাধজনকই মনে করেন। ইহাতে ব্রহ্ম ও জীবের সেব্যসেবকত্ব ভাব থাকে না; এজন্যই বলা হয় "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ২।৬।১৫৩॥" অথচ চন্দ্রশেখরকে সর্ব্বদা ইহাই শুনিতে হইতেছে; এজন্যই ইহাকে তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতেছেন।

৯২। **ষড়্দর্শন**—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত—এই ছয়টী দর্শনশাস্ত্র। এই সকল দর্শনকারের মতে সংসার দুঃখের আলয়; সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে, তাহা ক্ষণস্থায়ী ত বটেই, তাহার অন্তে আবার দুঃখভোগই করিতে হইবে। এই দুঃখ-নাশের প্রকৃষ্ট উপায় নির্ণয় করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উক্ত ছয় রকম দর্শনই দুঃখ-নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের নির্দ্ধারিত উপায় একরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন উপায় আলোচনা করিলে দেখা যায়, বেদান্ত-দর্শন ভিন্ন, অন্যান্য দর্শনের নির্দ্ধারিত দুঃখনিবারণের উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখ্য ও পূর্ব্ব-মীমাংসায় ঈশ্বর প্রায় প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন। ন্যায় ও বৈশেষিকে ঈশ্বর প্রতিপন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের নির্দ্ধারিত দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ের সহিত ঈশ্বরের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। পাতঞ্জল-দর্শনেও ঈশ্বরের স্থান অতি গৌণ। এসমস্ত কারণে এই কয়টী দর্শনের আলোচনায় ভক্ত সুখ পাইতে পারেন না। আর বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বরই বটেন; কিন্তু কাশীতে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যেরই প্রচলন হেতু, তাহার ব্যাখ্যায়ও ভক্ত সুখ পান না। যে শাস্ত্রের সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নহেন, অভিধেয়-তত্ত্ব ভক্তি নহে, আর প্রয়োজন-তত্ত্বও প্রেম নহে, সেই শাস্ত্রের আলোচনায় ভক্ত সুখ পাইতে পারেন না।

৯৩। **দোঁহে**—আমি (চন্দ্রশেখর) ও তপনমিশ্র।

**সর্ব্বজ্ঞ**—তুমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমাদের দুঃখ ও চিন্তার কথা জানিতে পারিয়াছ; তাই কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছ। ইহাই সর্ব্বজ্ঞ-শব্দের ধ্বনি।

৯৪। **রহি**—কাশীতে থাকিয়া। **তার**—ত্রাণ কর; উদ্ধার কর। **দুইজন**—আমাকে (চন্দ্রশেখরকে) এবং তপনমিশ্রকে।

৯৮। **নিমন্ত্রয়ে**—প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে। **নাহি মানে**—গ্রহণ করেন না। **হয়েছে নিমন্ত্রণে**—

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৯৯
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পঢ়ান বহু শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ১০০
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার—॥ ১০১
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে ॥ ১০২
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধকাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন ॥ ১০৩
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুতকথন ॥ ১০৪
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয়—এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৫
মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বেই অন্যকার জন্য আমার নিমন্ত্রণ অন্যত্র হইয়া গিয়াছে। এটি মিথ্যা কথা নহে; কারণ, তপনমিশ্র বাস্তবিকই তো প্রভু যতদিন কাশীতে থাকিবেন, ততদিনের জন্য তাঁহাকে পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন।

৯৯। প্রভু কেন ইঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, তাহার কারণ বলিতেছেন।

**করেন বঞ্চন**—প্রভুকে ভোজন করানরূপ সেবা হইতে বিপ্রদিগকে বঞ্চিত করেন। এই সকল বিপ্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিতেন; তাই তাঁহারা প্রভুর সেবারূপ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। **সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে**—মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ; এজন্য তাঁহাদের সঙ্গ বাঞ্ছনীয় তো নহেই, বরং অনিষ্টজনক। কোনওস্থানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে সেই নিমন্ত্রণে পাছে সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিতে হয়, এই ভয়েই প্রভু কাহারও নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেন না।

১০০। **প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ**—শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী। শ্রীপাদ একটী সম্মানসূচক শব্দ। **সভাতে**—শিষ্যদের সভায়। **বেদান্ত পড়ান**—বেদান্তের শঙ্করভাষ্যানুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

১০১। প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া আসিয়া এক বিপ্র তাহা প্রকাশানন্দের নিকটে প্রকাশ করিলেন। বিপ্র যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ১০২-১১০ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতে মনে হয়, ইনি মহারাষ্ট্রী বিপ্র ছিলেন।

১০২। **জগন্নাথ হৈতে**—শ্রীক্ষেত্র হইতে।

১০৩। **শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ**—বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় তাঁহার বর্ণ।

১০৫। মহাপ্রভুকে দেখিলে যে স্বরূপলক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে নারায়ণ বলিয়া মনে হয়, তাহাই দেখাইতেছেন। যিনি এই সন্ন্যাসীকে দর্শন করেন, তিনিই এই দর্শনের প্রভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন; মহাপ্রভু যে নারায়ণ, ইহাই তাহার তটস্থলক্ষণ। আর পূর্ব্বের দুই পয়ারে উল্লিখিত প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধ-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, আজানুলম্বিতভুজ, কমলনয়ন ইত্যাদি স্বরূপ-লক্ষণ।

১০৬। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবতদিগের যে সকল লক্ষণের উল্লেখ আছে, এই সন্ন্যাসীতে সে সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহাভাগবতের লক্ষণ:—যিনি মহাভাগবত, তাঁহার চিত্ত বাসুদেবে আবিষ্ট থাকে; রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর নিমিত্ত তিনি লালায়িত নহেন; রূপ-রসাদি গ্রহণ করিলেও এই বিশ্বকে বিষ্ণুমায়ারূপে দর্শন করিয়া তিনি হর্ষ-দ্বেষ-মোহ-কামাদির বশীভূত হয়েন না; হরিস্মৃতিবশতঃ দেহের জন্মমৃত্যু, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা, এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসারধর্ম্মদ্বারা তিনি বিমুগ্ধ হয়েন না; তাঁহার চিত্তে কামকর্ম্মবাসনার উদয় হয় না; বাসুদেবই তাঁহার আশ্রয়; পাঞ্চভৌতিক দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম, জাতি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার চিত্তে অহংভাব উদিত হয় না; বিত্তাদিতে তাঁহার আপন-পর জ্ঞান নাই; দেহাদি বিষয়েও তাঁহার আপন-পর ভেদজ্ঞান

নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধার-প্রায় ॥ ১০৭
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন ॥ ১০৮
জগত-মঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম ॥ ১০৯
দেখিয়া সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি? ॥১১০
শুনিঞা প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা—॥ ১১১
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী; তিনি শান্ত; ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার করিয়াছেন বলিয়া ত্রিভুবনের বিভব-লাভের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেও তিনি নিমিষার্দ্ধের জন্যও ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে বিচলিত হয়েন না; বিষয়াভিসন্ধিমূলক কামনাদ্বারা তাঁহার চিত্ত সন্তাপিত হয় না; শ্রীহরি কখনও তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করেন না; তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়েই বিশ্রাম করেন। "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি। বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ। সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতঃ প্রধানঃ॥ ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা। সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভি র্বিমৃগ্যাৎ। ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥ বিসৃজতে হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ শ্রী. ভা. ১১।২।৪৮-৫৫॥" পরবর্ত্তী ১১০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৯। **জগত-মঙ্গল**—জগতের মঙ্গল হয় যদ্দ্বারা। **অনুপাম**—অতুলনীয়।

১১০। তাঁহার মধ্যে সমস্তই যে ঈশ্বরের লক্ষণ, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়; তাঁহার সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই অলৌকিক; তাই, শুনিলে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না—দেখিলেই বিশ্বাস করিতে পারে।

এই পয়ারে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৫-পয়ারে প্রভুকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে; কিন্তু ১০৬-৮ পয়ারে বলা হইয়াছে—তাঁহাতে মহাভাগবতের লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান। একই ব্যক্তিকে ভক্ত ও ভগবান্ বলা হইল; ইহার হেতু বা সমাধান কি? ১০১-পয়ারোক্ত বিপ্র যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই ১০২-১০ পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন—প্রভু ঈশ্বর; তাঁহার এই অনুভব সত্য। তিনি দেখিয়াছেন—প্রভুর দেহে মহাভাগবতের লক্ষণ বিরাজিত; তাহাও সত্য। ইহার সমাধান এই। প্রভু হইলেন স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন; যখন তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট থাকেন, তখন স্বয়ং-ভগবান্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার দেহে মহাপ্রেমিক পরম-ভাগবতের লক্ষণ সমূহ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত হইল চিত্তস্থিত আশ্রয়-জাতীয় প্রেমের বহির্লক্ষণ; শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহে রাধাভাবাবিষ্ট-অবস্থায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং প্রভু যে ভগবান্, ঈশ্বর—একথাও সত্য এবং তাঁহার দেহে যে মহাভাগবতের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও সত্য।

১১১। **হাসিলা**—ঠাট্টাচ্ছলে হাসিলেন। **বিপ্রে**—যে ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের নিকটে প্রভুর কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

১১২। **ভাবক**—ভাবপ্রবণ; যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া সামান্য কারণেই বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবক বা ভাবপ্রবণ লোক বলে। **লোক-প্রতারক**—লোককে প্রতারিত করে যে।

বিপ্রের কথা শুনিয়া ১১২-১৭ পয়ারে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিন্দা করিতেছেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ভাবক" স্থলে "ভাবুক" পাঠ দৃষ্ট হয়। "ভাবক" পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়; পরবর্ত্তী ১১৬ ও ১৩৫ পয়ারে উল্লিখিত "ভাবকালী" (ভাবকের ভাব) শব্দ হইতেও "ভাবক" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে নিন্দা করিতেছেন বটে; কিন্তু সরস্বতী নিজপতির নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না; প্রকাশানন্দ যে যে শব্দে মহাপ্রভুর নিন্দা করিলেন, সরস্বতী সেই সেই শব্দে প্রভুর স্তুতিই করিলেন। এইরূপে আপাতঃদৃষ্টিতে-নিন্দাবাচক-শব্দ গুলির প্রত্যেকটীরই দুইটী করিয়া অর্থ হইবে—একটী নিন্দাবাচক, প্রকাশানন্দের অর্থ; অপরটী স্তুতিবাচক—সরস্বতীর অর্থ। **ভাবক**—নিন্দার্থে, ভাবপ্রবণ; মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু অতি সামান্য কারণেই, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যাহারা চঞ্চল বা উতালা হইয়া উঠে, তাহাদিগকে ভাবক বলে। **ভাবক**—স্তুতি-অর্থে, যিনি ভাবেন, চিন্তা করেন, পূর্ব্বাপর সমস্ত আলোচনা করিয়া সম্যক্ বিচার করিতে যিনি সমর্থ, তিনি ভাবক; চিন্তাশীল। অথবা, শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, প্রেমরূপ-সূর্য্যের কিরণ-স্বরূপ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-বিধান-কারিণী যে ভক্তি, তাহাকে বলে ভাব। "শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ভ, র, সি, ১৩৷১॥" কৃষ্ণে রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে "ভাব" বলে। এই ভাব—সাধনে গাঢ় অভিনিবেশবশতঃ হইতে পারে, অথবা, কৃষ্ণভক্তের কৃপা বা স্বয়ং কৃষ্ণের কৃপাতেও হইতে পারে। যিনি ভাব করিতে বা জন্মাইতে পারেন, তিনিই ভাবক; তাহা হইলে সাধনাভিনিবেশকে, অথবা ভক্তকৃপা বা কৃষ্ণ-কৃপাকেই ভাবক বলা যাইতে পারে। প্রভুকে যখন ভাবক বলা হয়, তখন বুঝিতে হইবে, প্রভু মূর্ত্তিমান্ সাধনাভিনিবেশ; অর্থাৎ সাধনে তাঁহার অভিনিবেশ অত্যন্ত গাঢ়; তিনি বিশেষ অভিনিবেশবিশিষ্ট সাধক। এস্থলে প্রভুকে সাধক বলার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু জীবকে ভক্তিধর্ম্ম-যাজন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা ভক্তের সুখ-আস্বাদনের উদ্দেশ্যে যে ভক্তভাব বা সাধকভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেইভাবে তিনি তাঁহার চিত্তকে এতই নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, তাঁহাকে সাধনাভিনিবেশের প্রতিমূর্ত্তিই বলা যাইতে পারে। অভিনিবেশের গাঢ়তা তাঁহাতেই সম্ভবে, প্রাকৃত জীবে সম্ভবে না। সুতরাং এস্থলে ভাবক-অর্থ—জীবের প্রতি পরমকরুণ, ভক্তভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ, ভাবক-অর্থে ভক্তকৃপা যখন বুঝায়, তখন বুঝিতে হইবে, মহাপ্রভু যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তকৃপা—যেন সাধক-জীবকে কৃপা করার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ও দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন; স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু ভক্তরূপে জীব সকলকে কৃপা করার উদ্দেশ্যেই যেন স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, ভাবক-অর্থে যখন শ্রীকৃষ্ণকৃপা বুঝায়, তখন বুঝিতে হইবে, মহাপ্রভুকে ভাবক বলিয়া ইহাই বলা হইল যে, মূর্ত্তিমতী শ্রীকৃষ্ণকৃপাই যেন জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। বাস্তবিক, মহাপ্রভুর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকৃপারই প্রতিমূর্ত্তি। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। তিনি দ্বাপরে ব্রজে প্রকট হইলেন; প্রকট হইয়া তিনি এমন সব লীলা করিলেন, যাহার কথা শুনিয়া ভাগ্যবান্ জীব ব্রজপরিকরদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ লাভের জন্য লালায়িত হইতে পারেন। সেই বস্তুটী এমনই লোভের বস্তু যে, ইহার জন্য অন্যের কথা আর কি বলিব, পূর্ণ-ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই লালায়িত। দ্বাপরে তিনি এই লোভের বস্তুটীর কথা শুনাইয়া গেলেন মাত্র; কিন্তু জীব কিরূপে ইহা পাইতে পারে, তাহা সম্যক্ দেখান নাই; কিন্তু এবার কলিতে তিনি নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, নিজে ভজন করিয়া—কিরূপে ঐ পরম বস্তুটী লাভ করা যায়, তাহা জীবকে দেখাইলেন। তিনি পরম-করুণ বলিয়াই প্রথমতঃ এমন লোভের বস্তুটীর কথা জীবকে জানাইলেন, এবং ততোধিক করুণ বলিয়াই গৌররূপে তাহা পাওয়ার উপায়টীও দেখাইলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই গৌররূপটীকে তাঁহার কৃপার প্রতিমূর্ত্তি বলিব না ত আর কি বলিব? অথবা, ভাব—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বা

'চৈতন্য' নাম তার ভাবকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া ॥ ১১৩

যেই তারে দেখে, সে-ই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেম ঃ এই প্রেম যিনি আবির্ভাব করাইতে বা সঞ্চারিত করিতে পারেন, তাঁহাকেও ভাবক ( ভাবকে—প্রেমকে সঞ্চারিত বা আবির্ভূত করাইতে সমর্থ ) বলা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আপামর-সাধারণের মধ্যে এই ভাব বা কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম সঞ্চারিত করিয়াছেন—ভাবক-শব্দে তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দান করিতে পারেন না ; সুতরাং ভাবক-শব্দে স্বয়ং ভগবান্‌কেই বুঝায়।

**কেশব-ভারতী শিষ্য**—নিন্দার্থে, উচ্চ-সম্প্রদায়ের শিষ্যও নহে, মধ্যম-সম্প্রদায়ভুক্ত যে কেশব-ভারতী, তাঁহার শিষ্যমাত্র। **স্তুতি-অর্থে**—প্রভু এমন কৃপালু যে, জীবশিক্ষার জন্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াও তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, করিয়া উচ্চ-সম্প্রদায়ের গর্ব্ব ও অভিমান খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে উচ্চ-সম্প্রদায়ের শিষ্য না হইয়া মধ্যম সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন। উচ্চ-সম্প্রদায়ের গর্ব্ব ও অহঙ্কার যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা দেখাইলেন এবং ভঙ্গীতে ভারতী-সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গেলেন। স্তুতিপক্ষে "কেশব-ভারতীশিষ্য" অর্থ এইরূপও হইতে পারে ঃ—"কেশব" অর্থ ( কেশান্ বয়তে সংস্করোতি, অথবা কেশান্ বপতে সংস্করোতি ) ব্রজগোপীদিগের কেশ বন্ধনাদিদ্বারা সংস্কার করেন যিনি ; শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। আর ভাবতী অর্থ কথা ; কেশব-ভারতী অর্থ—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা। এই লীলাকথাই মহাপ্রভুর গুরু ; আর তিনি লীলাকথার শিষ্য। কিরূপে ? যিনি নিয়ন্তা, তিনিই গুরু ; আর যিনি নিয়ন্ত্রিত হন, তিনিই নিয়ন্তার শিষ্য। ব্রজগোপীদের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করিয়া, অথবা ঐ লীলাকথা চিন্তা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু সেই সেই ভাবে এতই অভিভূত হইতেন যে, তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ হইলেও, তাঁহার নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপর তখন তাঁহার আর কোনওরূপ আধিপত্যই থাকিত না ; শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথাই নিয়ন্ত্রী-স্বরূপে ভাব জন্মাইয়া তাঁহার দেহ ও চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিত—নানা উদ্ভট নৃত্যে নাচাইত। "গুরু নানাভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনুমন, নানা রীতে সতত নাচায়। ২।২।৬৩॥" এই রূপে "কেশব-ভারতী-শিষ্য" অর্থে শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবধূদের সহিত লীলাকথা-শ্রবণাদি-জনিত বিবিধ-ভাববিকারগ্রস্ত রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ।

**প্রতারক**—নিন্দার্থে, প্রবঞ্চক। বাহিরে সাধুতা দেখাইয়া লোককে আকৃষ্ট করে ; অন্তরে সাধুতা নাই বলিয়া তাঁহার বাহ্যিক ভাব-ভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া যাহারা আকৃষ্ট হয়, তাহারা বাস্তবিক প্রতারিতই হইয়া থাকে। **স্তুতি-অর্থে**—প্র—অর্থ প্রকৃষ্টরূপে ; তারক অর্থ—ত্রাণকর্ত্তা। যিনি প্রকৃষ্টরূপে জীবের ত্রাণকর্ত্তা, তিনি প্রতারক ; যিনি ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনারূপ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া জীবকে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা-প্রাপ্তির উপায় করিয়া দেন, তিনি প্রতারক।

**১১৩। চৈতন্য**—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" না বলিয়া প্রকাশানন্দ-সরস্বতী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া কেবল "চৈতন্য" বলিয়াছেন। স্তুতি-অর্থে ইহার অর্থ হইবে—ইনি কেবলই চৈতন্য, ইঁহাতে চৈতন্য-বিরোধী ( চিদ্‌বিরোধী ) অচেতন—জড়—কিছু নাই ; ইনি চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ-ঘন। পরবর্ত্তী ১২৫-৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য। **ভাবকগণ**—নিন্দার্থে, বিচার-শক্তিহীন, দুর্ব্বল-চিত্ত, ভাবপ্রবণ লোকসকল। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় ভাবক-শব্দের নিন্দার্থ দ্রষ্টব্য।

স্তুতি-অর্থে—চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ; রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যানপরায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ-রূপগুণ-লীলাদির স্মরণ-পরায়ণ লোকসকল। "রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান।২।৮।২০৭॥ কৃষ্ণ-নামগুণলীলা প্রধান-স্মরণ।২।৮।২০৬॥"

**নাচাইয়া**—নিন্দার্থে, তরলমতি মূর্খ লোকদিগের চিত্ত-তারল্য বর্দ্ধিত করিয়া। স্তুতি-অর্থে—প্রেমাবেশে নৃত্য করাইয়া।

**১১৪। মোহন-বিদ্যা**—নিন্দার্থে কুহক ; মায়াবীর কৌশল। স্তুতি অর্থে—বিদ্যা, অর্থাৎ যাহা অবিদ্যা

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি—চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৫

সন্ন্যাসী নামমাত্র—মহা-ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে; শ্রীকৃষ্ণশক্তি; যদ্দ্বারা সকলেই মোহিত হন, সেই শক্তি; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। এই অর্থে ইহা বুঝায় যে, এই যে সন্ন্যাসীটী দেখিতেছ, ইনি **স্বয়ং-ভগবান্,** তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তি দ্বারা সকলেই মোহিত হইয়া যায়। আর যদি মহাপ্রভুর ভক্তভাব ধরা যায়, তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবেঃ—যদ্দ্বারা জনা যায় তাহাই বিদ্যা; কৃষ্ণভক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে জানা যায়; জগতের মূলকারণ কৃষ্ণকে জানিলে কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। ছান্দোগ্য ।৬।১।৩।" কৃষ্ণভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। "কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর ।২।৮।১৯৯" এই কৃষ্ণভক্তিরূপ বিদ্যা-সম্পত্তি ভক্তভাবাপন্ন মহাপ্রভুর এতই বেশী যে, তিনি ভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিয়া সমস্ত মায়ামুগ্ধ-জগতের মায়ামোহ ভাসাইয়া দিয়া সকলকে শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন—এজন্যই বলা হইয়াছে—তাঁহার মোহন-বিদ্যা।

**যেই তারে দেখে** ইত্যাদি—নিন্দার্থে, তরল-মতি মূর্খ ভাবকগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার মোহিনী বিদ্যায় (কুহকে) মুগ্ধ হইয়া প্রচার করে যে—ইনি ঈশ্বর (ঈশ্বর করি কহে)। স্তুতি-অর্থে, যিনিই ইঁহাকে (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) দর্শন করেন, দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি ইঁহার (প্রভুর) কৃপা সঞ্চারিত হয় এবং সেই কৃপার প্রভাবে তৎক্ষণাৎই তিনি ইঁহার স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়া থাকেন—তৎক্ষণাৎই চিনিতে পারেন যে, ইনি ঈশ্বর।

**১১৫। পণ্ডিত প্রবল**—মহাশক্তিশালী পণ্ডিত; যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের শক্তি এত অধিক যে, কাহারও মোহিনী বিদ্যাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারেনা। নিন্দার্থে—কিন্তু এত বড় শক্তিশালী বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি হইয়াও সার্ব্বভৌম চৈতন্যের মোহিনী বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া চৈতন্যের মতই পাগলামি আরম্ভ করিয়াছেন। স্তুতি-অর্থে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা এতই শক্তিশালিনী যে, তাহা সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের মত অদ্বৈত-বেদান্তে মহাপণ্ডিত ব্যক্তিকেও মায়াবাদ পরিত্যাগ করাইয়া ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট করাইয়াছে এবং প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

**পাগল**—নিন্দার্থে হিতাহিত-বিচারশক্তিহীন; উন্মত্ত। স্তুতি-অর্থে, প্রেমোন্মত্ত, লোকাপেক্ষাশূন্য।

**১১৬। সন্ন্যাসী নাম মাত্র**—নিন্দার্থে, কেবল পোষাকে মাত্র সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর কোনও আচরণই তাঁহার নাই। ভণ্ড সন্ন্যাসী। স্তুতি-অর্থে—সন্ন্যাসীর বেশ বটে; বস্তুতঃ ইনি স্বয়ং-ভগবান্; জীবতত্ত্ব নহেন; জীবই সংসার-মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া ইহাঁর সংসার-বন্ধনও নাই, সুতরাং তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাধনার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণেরও প্রয়োজন নাই। **মহাইন্দ্রজালী**—নিন্দার্থে, মহাকুহকী, মায়াবী, ভেল্কীওয়ালা, বাজিকর।

স্তুতি-পক্ষে—ইন্দ্র অর্থ-পরমেশ্বর (শব্দকল্পদ্রুমধৃত বেদান্ত-বাক্য)। **মহা ইন্দ্র** অর্থ—মহা বা শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর; স্বয়ং-ভগবান্। **মহাইন্দ্রজাল**—স্বয়ং-ভগবানের ঐশ্বর্য্য, যাহা জালরূপে অনন্ত-কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ও অপ্রাকৃত ধামে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। **মহাইন্দ্রজালী**—স্বয়ং ভগবানের ঐশ্বর্য্যশালী; অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্। তিনি নামে সন্ন্যাসী, বাস্তবিক তিনি সন্ন্যাসী নহেন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং-ভগবান্। শ্রুতিও ব্রহ্মকে বা ভগবান্‌কে "জালবান্—ইন্দ্রজালী" বলিয়াছেন। "য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ। শ্বেতাশ্বতর। ৩।১।"

**কাশীপুরে**—বারাণসীনগরে; কাশীতে।

**না বিকাবে**—বিক্রয় হইবে না। নিন্দার্থে—কাশীবাসী লোক এত নির্বোধ নহে, তাহার বুজরুকীতে মুগ্ধ হইবে। স্তুতি-অর্থে—কাশীবাসী লোক প্রায়ই মায়াবাদী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ; তাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তি ও প্রেম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক-সঙ্গে দুইলোক নাশ ॥ ১১৭
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি তথা হৈতে উঠি গেল ॥ ১১৮
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হৈয়াছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ ॥ ১১৯
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা— ॥ ১২০
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল।
সেহো তোমার নাম জানে—আপনি কহিল ॥ ১২১
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য চৈতন্য' করি কহে তিন বার ॥ ১২২
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয়, শুনি পাই দুঃখে ॥ ১২৩
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বোলে 'কৃষ্ণ হরি' ॥ ১২৪
প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
'ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**ভাবকালী**—নিন্দার্থে ভাবকতা; বুজরুকী; বাজিকরী। স্তুতি-অর্থে—পূর্ব্ব স্তুতিপক্ষে ভাবকের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহার ভাব। ভক্তি ও প্রেম; অথবা, সাধনাভিনিবেশ; বা শ্রীকৃষ্ণকৃপা।

**১১৭। বেদান্ত শ্রবণ…নাশ**—নিন্দা-অর্থে; ঐ ভাবক-সন্ন্যাসীর নিকট যাইও না; এখানে বসিয়া বেদান্ত শ্রবণ কর।

স্তুতি-অর্থে—তুমি কি বেদান্ত ( বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য ) শ্রবণ কর? তাহা হইলে ঐ সন্ন্যাসীর নিকটে যাইওনা; কারণ, বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য শুনিয়া চিত্ত শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে, তাঁহার প্রচারিত ভক্তি ও প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না; স্থূলার্থ এই যে, যদি ভক্তি ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কর, তবে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্য শ্রবণ করিও না।

**উচ্ছৃঙ্খল**—নিন্দার্থে, স্বেচ্ছাচারী। স্তুতিপক্ষে—যিনি কেবল নিজের ইচ্ছানুসারেই চলেন, অন্যের দ্বারা চালিত হন না; যিনি পরতন্ত্র নহেন; স্বতন্ত্র ভগবান্; অন্যের অধীনতারূপ শৃঙ্খল হইতে যিনি মুক্ত।

**দুই লোক নাশ**—নিন্দার্থে, ইহকালের উন্নতি বা সুখ-সমৃদ্ধির আশাও যায়, পরকালও নষ্ট হয়। স্তুতি অর্থে—স্বতন্ত্র-ভগবানের সান্নিধ্যে ইহকাল ও পরকালের ভোগবাসনা নষ্ট হইয়া যায়; তাঁহার প্রেম-সেবা লাভ হইয়া থাকে।

**১১৮।** প্রকাশানন্দের উক্তির কেবল নিন্দাসূচক অর্থ ই বিপ্রের চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছে; তাই তাঁহার দুঃখ। এই দুঃখই প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের সূচনা। বিপ্র প্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইয়াছেন; তাই প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহার দুঃখ হইয়াছে; তাহাতেই প্রকাশানন্দের উদ্ধারের জন্য তাঁহার চিত্তে তীব্র বাসনা জাগ্রত হইয়াছে; এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু পরবর্ত্তীকালে প্রকাশানন্দকে প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়"—এই বিপ্রের যোগে প্রভু তাহা দেখাইলেন এবং ইহা দেখাইবার জন্যই লীলাশক্তি বিপ্রের চিত্তে নিন্দাসূচক অর্থ টী উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

**১১৯। প্রভুদর্শনের** ইত্যাদি—মহাপ্রভুকে দর্শন করায় সেই বিপ্রের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছিল; তাই তিনি প্রভুর স্বরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন; তাহাতেই প্রকাশানন্দের কথার যথাশ্রুত নিন্দার্থ মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রভুর নিকটে গিয়া প্রকাশানন্দের কথা সমস্ত বলিলেন।

**১২১। তার আগে**—প্রকাশানন্দের সম্মুখে। **সেহো**—প্রকাশানন্দ। **আপনে কহিলা**—প্রকাশানন্দ নিজেই তোমার নাম বলিল।

**১২৩। অবজ্ঞাতে**—অবজ্ঞার সহিত; অশ্রদ্ধার সহিত;

**১২৫। কৃষ্ণ-অপরাধী**—শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী। মায়াবাদিগণকে শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী বলিবার কারণ এই—প্রথমতঃ মায়াবাদীগণ মায়াধীন জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ মনে করে; ইহা অপরাধের কার্য্য; ইহাতে শ্রীভগবান্ ও জীবের সেব্য-সেবকত্ব-ভাব নষ্ট হইয়া যায়, জীব ভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হয়। এই মত প্রচার

অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণনাম'।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুই ত সমান॥ ১২৬
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ॥ ১২৭
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপবিভেদ॥ ১২৮

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-
বচনম্ (১১।২৬৯),—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১০৮)
পদ্মপুরাণবচনম্—
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নামৈব চিন্তামণিঃ সার্ব্বাভীষ্টদায়কং যতস্তদেব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য বিশেষণানি চৈতন্যরসেত্যাদীনি তস্য কৃষ্ণত্বে হেতুঃ। অভিন্নত্বাদিতি। একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তমিত্যর্থঃ। বিশেষ-জিজ্ঞাসাচেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভো দৃশ্যঃ। শ্রীজীব। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া মায়াবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে জীবের যে কর্ত্তব্য, তাহা করিতে বাধা জন্মায় বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী। দ্বিতীয়তঃ, মায়াবাদিগণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার ও নিঃশক্তিক বলিয়া থাকে; ইহাতে শ্রীভগবানের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার; কিন্তু মায়াবাদিগণ সেই বিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করে; সত্ত্বগুণ হইল প্রাকৃত, জড়; সুতরাং মায়াবাদিগণ শুদ্ধ চিন্ময়, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে প্রাকৃত ও জড় বলিয়া থাকে; ইহা অপেক্ষা অপরাধের বিষয় আর কি হইতে পারে?

**ব্রহ্ম, আত্মা** ইত্যাদি—মায়াবাদীদিগের বেদান্ত-ভাষ্যে "ব্রহ্ম, আত্মা ও চৈতন্য" এই তিনটী শব্দই পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণাদি শব্দের প্রয়োগ মোটেই নাই; তাহাদের পরস্পর আলাপেও শ্রীকৃষ্ণাদি শব্দ শুনা যায় না; কেবল ব্রহ্ম, আত্মা বা চৈতন্য শব্দই শুনা যায়।

**১২৬-২৭। অতএব**—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী বলিয়া তাহার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয় না; যেহেতু কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—এই তিন বস্তুতে কোনও ভেদ নাই—তিনই এক—তিনই চিন্ময় ও আনন্দময়; তিনই স্বপ্রকাশ, একটীও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণে যাহার অপরাধ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি অপ্রসন্ন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিও তাহার প্রতি অপ্রসন্ন। তাই অপরাধীর নিকটে নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেন না।

**১২৮। দেহ-দেহী**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ বা বিগ্রহ এবং দেহী বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। **নাম-নামী**—শ্রীকৃষ্ণের নাম ও ঐ নামের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। **কৃষ্ণে নাহি ভেদ**—কৃষ্ণসম্বন্ধে দেহ ও দেহীর, নাম ও নামীর কোনও ভেদ নাই; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ, নাম ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে কোনও প্রভেদ নাই; কারণ, বিগ্রহ, নাম ও স্বরূপ এই তিনই চিদানন্দ-স্বরূপ—চিন্ময় ও আনন্দময়। এই হইল শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে; কিন্তু জীবসম্বন্ধে একথা খাটেনা; জীবের নাম, দেহ ও স্বরূপে ভেদ আছে; জীবের নাম ও দেহ প্রাকৃত জড়; কিন্তু জীবের স্বরূপ অপ্রাকৃত, চিন্ময়; যেহেতু স্বরূপতঃ জীব ভগবানের চিৎকণ-অংশ।

**নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ**—জীবের নাম ও দেহের সঙ্গে জীবের স্বরূপের বিভেদ (বা পার্থক্য) আছে। জীবের নাম ও দেহ জড়বস্তু; কিন্তু স্বরূপ চিদ্বস্তু। **জীবের ধর্ম্ম** ইত্যাদি—নাম ও দেহ হইল জীবের ধর্ম্ম; জীবের স্বরূপ হইল ধর্ম্মী এবং তাহার নাম ও দেহ হইল এই ধর্ম্মীর ধর্ম্ম বা গুণ। যেহেতু, কর্ম্মফলবশতঃ নাম ও দেহকে ধারণ (অঙ্গীকার) করিয়াই জীব (দেহদ্বারা জাতিহিসাবে—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদিরূপে এবং নাম দ্বারা দেহানুরূপ জাতির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষরূপে) পরিচিত হইয়া থাকে।

**শ্লো। ৫। অন্বয়।** নামনামিনোঃ (নাম ও নামীর) অভিন্নত্বাৎ (অভিন্নত্ববশতঃ) নাম (নাম) চিন্তামণিঃ (চিন্তামণিতুল্য) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ); [স এব কৃষ্ণঃ] (সেই কৃষ্ণ) চৈতন্যরসবিগ্রহঃ (চৈতন্যরসবিগ্রহ) পূর্ণঃ (পূর্ণ) শুদ্ধঃ (মায়াগন্ধশূন্য) নিত্যমুক্তঃ (নিত্যমুক্ত)।

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস। | প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**অনুবাদ**। নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় চৈতন্যরসবিগ্রহ, সর্ব্বশক্তিপূর্ণ, মায়াগন্ধশূন্য, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণিবৎ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। ৫

**চিন্তামণিঃ**—সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ একরকম মণি; এই মণি যেমন সকলের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি সকলের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন; তাই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তামণি বলা হইয়াছে; এবং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণনামে কোনও পার্থক্য না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণনামও চিন্তামণির ন্যায়ই সকলের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি রকম? তাহা বলিতেছেন—**চৈতন্যরসবিগ্রহঃ**—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, তাঁহাতে জড়ত্বের বা মায়ার ছায়ামাত্রও নাই, কেবলমাত্র চিৎ; এই চৈতন্য (বা চিৎ) আবার রস-স্বরূপ; চমৎকৃতিজনক আস্বাদ্যত্ব যাহাতে আছে, তাহা রস; উক্ত চৈতন্যবস্তুও চমৎকৃতিজনকরূপে আস্বাদ্য—সুতরাং রস-শব্দে আনন্দ বুঝায়; আনন্দই চমৎকৃতিজনকরূপে আস্বাদ্য। তাহা হইলে চৈতন্যরস হইল—চিদানন্দ, জড় বা প্রাকৃত আনন্দের স্পর্শশূন্য এক অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দ। সেই আনন্দের বিগ্রহ বা মূর্ত্তিই হইল চৈতন্যরসবিগ্রহ—চিদানন্দবিগ্রহ, আনন্দঘনমূর্ত্তি; শ্রীকৃষ্ণই চিদানন্দবিগ্রহ, মূর্ত্তিমান্ চিদানন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণনামের কোন ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণনামও চিদানন্দবিগ্রহ, মূর্ত্তিমান্ চিদানন্দ; চন্দনের স্পর্শ হইলেই তাহার শৈত্যগুণে যেমন সমস্ত দেহ স্নিগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনামের স্পর্শেও—শ্রীকৃষ্ণনাম জিহ্বায় স্ফুরিত হইলেও—সমস্ত হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়, এবং এই আনন্দ, চিন্ময় আনন্দ, যাহার প্রভাবে নামকীর্ত্তনকারীর চিত্তাদিও চিন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে (অবশ্য নামকীর্ত্তনকারীর অপরাধ থাকিলে শীঘ্রই নামের ফল পাওয়া যায় না)। **পূর্ণঃ**—কোনওরূপ অভাবশূন্য। **শুদ্ধঃ**—মায়ার স্পর্শশূন্য। **নিত্যমুক্তঃ**—শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীশ বলিয়া অনাদিকাল হইতেই মায়ামুক্ত এবং অনন্তকাল পর্য্যন্তই মায়ামুক্তই থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনামও পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত। বস্তুতঃ একই সচ্চিদানন্দরসাদিরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণনাম—এই দুইরূপে অনাদিকাল হইতে আবির্ভূত হইয়া আছেন।

নাম ও নামীর অভিন্নত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ ১।১৭।২০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১২৬-২৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

**১২৯**। যাহারা শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী, তাহাদের কথা তো দূরে, মায়াবাদীদের ন্যায় যাহারা শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী নহে, তাহারাও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, নামাদি হইল চিন্ময় স্বপ্রকাশ বস্তু; আর জিহ্বাদি হইল প্রাকৃত বস্তু। শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইলেই নামাদি কৃপা করিয়া আপনা-আপনিই জিহ্বাদিতে আত্মপ্রকট করেন; কিন্তু একজন সাধক হইয়াও যখন নামাদি গ্রহণে প্রকাশানন্দের প্রবৃত্তি দেখা যায় না (প্রবৃত্তি থাকিলে নাম আপনা হইতেই জিহ্বায় স্ফুরিত হইত), তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি খুব কৃষ্ণবিদ্বেষী। ১২৯-৩০ পয়ারে প্রকারান্তরে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

**অতএব**—কৃষ্ণের নাম, দেহ, স্বরূপাদি অপ্রাকৃত, চিন্ময় বলিয়া। **বিলাস**—লীলা। **প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে**—জীবের প্রাকৃত জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায়না, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-গুণ-কীর্ত্তন করা যায় না; প্রাকৃত চক্ষুতে তাঁহার রূপ দেখা যায় না; প্রাকৃত কর্ণে তাঁহার নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ করা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না। ইহা যদি হইত, তবে সকল সময়ে সকল স্থানে আমরা ভগবদ্দর্শন পাইতাম; কারণ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

**স্বপ্রকাশ**—যাহাকে অন্যে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু যাহা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে স্বপ্রকাশ বস্তু বলে। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত-বস্তুর তুলনায়, সূর্য্য স্বপ্রকাশ—কারণ, সূর্য্য নিজে উদিত হইলেই তাহাকে জীব দেখিতে পায়; সূর্য্য যদি নিজে দেখা না দেয়, নিজে নিজেকে প্রকাশ না করে, তবে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ ॥ ১৩০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ ( ১০৯ )—
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ৬

**শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।**

সেবোন্মুখে হীতি। সেবোন্মুখে ভগবৎ-স্বরূপ-তন্নাম-গ্রহণায় প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। যথা মৃগশরীরং ত্যজতো ভরতস্য বর্ণিতম্। নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ইতি। গজেন্দ্রস্য, জজাপ পরমং জপ্যং প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতমিত্যাদি। শ্রীজীব। ৬

**গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।**

**১৩০।** শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, গুণাদিও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ; নাম যখন কৃপা করিয়া জিহ্বায় স্ফুরিত হন, তখনই জীব নাম গ্রহণ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণরূপ যখন স্বয়ং কৃপা করিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যখন কৃপা পরিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখন জীব সেই লীলার দর্শন পাইতে পারে; এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণও কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে জীব তাহা অনুভব করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেরই ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং চিদানন্দময়।

**শ্লো। ৬। অন্বয়।** অতঃ ( এই হেতু—নাম-নামীতে অভেদ বলিয়া ) শ্রীকৃষ্ণনামাদি ( শ্রীকৃষ্ণের নামাদি—নাম, রূপ, লীলা, গুণ ) ইন্দ্রিয়ৈঃ ( ইন্দ্রিয়দ্বারা—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা ) গ্রাহ্যং ( গ্রহণযোগ্য ) ন ভবেৎ ( হয় না )। অদঃ ( ইহা—শ্রীকৃষ্ণনামাদি ) সেবোন্মুখে (সেবার নিমিত্ত—নামাদি গ্রহণাদির নিমিত্ত—উন্মুখ) জিহ্বাদৌ (জিহ্বাদিতে) স্বয়মেব ( আপনা-আপনিই ) স্ফুরতি ( স্ফুরিত হয় )।

**অনুবাদ।** ( নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ) শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ( নাম, লীলা, রূপ, গুণাদি ) প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় হয় না। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ জিহ্বাদিতে নামাদি স্বয়ংই স্ফুর্ত্তি পায় (যেহেতু শ্রীকৃষ্ণবৎ নামাদি স্বপ্রকাশ বস্তু )।

**অতঃ**—অতএব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটীই হইতেছে "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি শ্লোক; এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনামও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; সচ্চিদানন্দময় বস্তু কখনও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা স্বপ্রকাশ হইবে; তাই উক্তশ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইয়াছে—অতঃ—অতএব; শ্রীকৃষ্ণনামাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় নয়; জীবের প্রাকৃত জিহ্বাদারা জীব নিজেরই চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারে না, নিজের চেষ্টায় প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা জীব শ্রীকৃষ্ণের রূপ বা লীলাদি দর্শন করিতে পারে না, প্রাকৃত চিত্তে তাঁহার গুণাদিরও অনুভব লাভ করিতে পারে না। তাহাহইলে জীব কিরূপে শ্রীকৃষ্ণনামাদির কীর্ত্তন করিবে? তাহাই বলিতেছেন—**সেবোন্মুখে জিহ্বাদৌ**—জীবের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় যদি সেবার নিমিত্ত ( নামগ্রহণাদির নিমিত্ত ) উন্মুখ ( ইচ্ছুক বা প্রবৃত্ত ) হয়, তাহাহইলে নামাদি কৃপা করিয়া অপনাহইতেই জিহ্বাদিতে উদিত হয়; কেহ নামকীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলে এবং নামকীর্ত্তনের জন্য মন ও জিহ্বাকে চেষ্টিত করিলে নাম কৃপা করিয়া নিজেই তাহার জিহ্বায় উদিত হইবে এবং জিহ্বাকে নামকীর্ত্তনের যোগ্যতা দান করিবে। রূপগুণলীলাদি-সম্বন্ধেও যথোচিত ইন্দ্রিয়ের ঐরূপ অবস্থা ( ১৩০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। সেবোন্মুখ জীব নরদেহ-ব্যতীত অন্যদেহে অবস্থিত থাকিলেও তাহার জিহ্বাদিতে যে শ্রীকৃষ্ণনামাদি স্ফুরিত হয়, শ্রীমদ্ ভাগবতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিণ-শিশুতে আসক্তিবশতঃ ভরত-মহারাজ মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই মৃগদেহ

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩১

তথাহি ( ভাঃ ১২।১২।৬৯ )—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদায়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৭

### শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বগুরুং নমস্করোতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ তেনৈব ব্যুদস্তোঽহন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপি অজিতস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখং ধৈর্য্যং যস্য সঃ তত্ত্বদীপঃ পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত তং নতোঽস্মীতি। স্বামী। ৭

### গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরিত্যাগ করার সময়ে তিনি "যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়। নারায়ণায় হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি রূপে স্তব করিয়া সহাস্যবদনে ভগবান্‌কে নমস্কার জানাইয়াছিলেন (শ্রী, ভা, ৫।১৪।৪৫)। কুম্ভীরদ্বারা আক্রান্ত এক গজেন্দ্র স্বীয় শত চেষ্টাতেও যখন নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলনা, নিজের শক্তিও যখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, তখন ভাগ্যক্রমে তাহার চিত্তে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা ভগবানের কথা জাগ্রত হওয়ায় আত্মরক্ষার্থে তাঁহার শরণাগত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তব করিতে ইচ্ছা করিলে "ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ" ইত্যাদি স্তব-বাক্য তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইয়াছিল ( (শ্রী, ভা, ৮।৩য় অধ্যায় )। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার কৃপায় তত্রত্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তী-আদির মুখেও কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছিল ( ২।১৭।২৮-৩১ )।

১২৯-৩০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

**১৩১।** পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৯-৩০ পয়ারে প্রকারান্তরে প্রকাশানন্দের কৃষ্ণবিদ্বেষ দেখাইয়া ১৩১-৩৩ পয়ারে প্রকারান্তরে তাঁহার কৃষ্ণে অপরাধ দেখাইতেছেন।

কোনওরূপ অপরাধ না থাকিলে, যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহাদের চিত্ত পর্য্যন্তও যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিদ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহাই দেখাইতেছেন ১৩০-৩৩ পয়ারে। (পূর্ব্বোল্লিখিত বিপ্রের নিকটে, অন্য অনেকের মুখেও কৃষ্ণনাম শুনিয়াও) যখন প্রকাশানন্দের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নামাদিতে আকৃষ্ট হইতেছে না—সুতরাং একবারও যখন তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনা যাইতেছে না—তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী; নচেৎ যখনই একজনের মুখেও কৃষ্ণনাম শুনিতেন, তখনই তিনি কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন। ( বস্তুতঃ, যিনি শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী, ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, ভক্তির কৃপা ব্যতীত কেবল নির্ব্বেদ-ব্রহ্মচিন্তা স্বীয় ফল দান করিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অপরাধ, তাঁহার পক্ষে ভক্তির কৃপাও সম্ভব নহে ভক্তি শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তিবিশেষ )।

**ব্রহ্মানন্দ** ইত্যাদি—ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণলীলার আস্বাদনের আনন্দ অনেক বেশী। তাহার প্রমাণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন।

**ব্রহ্মজ্ঞানী**—জ্ঞানমার্গের সাধনের ফলে যিনি ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। **আত্মবশ**—নিজের বশীভূত; লীলারসের অনুগত।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ৭। অন্বয়।** স্বসুখনিভৃতচেতাঃ ( ব্রহ্মানন্দ পরিপূর্ণ চিত্ত ) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ ( এবং তজ্জন্যই অন্যভাববর্জ্জিত ) অপি ( ও ) যঃ ( যিনি—যে শ্রীশুকদেব ) অজিত-রুচির-লীলাকৃষ্টসারঃ ( অজিত-শ্রীকৃষ্ণের মনোহর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত ) [ সন্ ] (হইয়া) কৃপয়া (কৃপাপূর্ব্বক) তদীয়ং ( তদ্‌বিষয়ক-শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ) তত্ত্বদীপং (তত্ত্বসম্বন্ধে দীপতুল্য—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকাশক ) পুরাণং ( শ্রীমদ্ ভাগবত-পুরাণ ) ব্যতনুত (প্রকাশ করিয়াছেন), তং (সেই) অখিল-বৃজিনঘ্নং ( অখিল পাপ-নাশক ) ব্যাসসূনুং ( ব্যাসপুত্র শুকদেবকে ) নতঃ-অস্মি ( প্রণাম করি )।

**অনুবাদ।** যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং তজ্জন্য অন্যসমস্ত বিষয়ে মনোব্যাপারশূন্য ( অন্য সমস্ত বিষয় হইতে স্বীয় মনোবৃত্তিকে দূরে রাখিতে সমর্থ ) হইয়াও অজিত-শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া কৃপাবশতঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ লোকে প্রচারিত করিয়াছেন, অখিল-পাপনাশক সেই ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি। ৭

শ্রীসূতের উক্তি এই শ্লোক। **স্বসুখনিভৃতচেতাঃ**—স্বসুখ ( ব্রহ্মানন্দ ) দ্বারা নিভৃত ( পরিপূর্ণ ) চেতঃ যাঁহার, তিনি; ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন বলিয়া যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মসুখেই পরিপূর্ণ ছিল এবং **তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ**—তজ্জন্য ( ব্রহ্মানন্দে চিত্ত পূর্ণ ছিল বলিয়া ) ব্যুদস্ত ( দূরীভূত ) হইয়াছে অন্যত্র ( অন্য বিষয়ে ) ভাব ( মনোব্যবহার ) যাঁহার; ব্রহ্মানন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া অন্য কোনও বস্তুর জন্য বাসনাই যাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না এবং তাই অন্য কোনও বিষয়েই যাঁহার মনোবৃত্তি ছিল না; এবং এতাদৃশ হইয়াও যিনি **অজিত-রুচির-লীলাকৃষ্ট সারঃ**—অজিতের ( শ্রীকৃষ্ণের ) রুচির ( মনোহর ) লীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে সার ( রসানুভবের সামর্থ্য অথবা ধৈর্য্য ) যাঁহার; শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-মাধুর্য্যাধিক্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও যাঁহার চিত্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লীলারসে নিমগ্ন করিয়াছে, এবং যিনি লীলারসের দ্বারা এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া **কৃপয়া**—জগতের লোকের প্রতি কৃপা করিয়া, স্বয়ং যে অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় লীলারসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মসুখানুভূতিকেও ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জগতের জীবসকলকে সেই রসের স্বরূপ জানাইবার অভিপ্রায়ে যিনি **তত্ত্বদীপং**—শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস-তত্ত্ব সম্বন্ধে দীপ ( প্রদীপ ) তুল্য, যাহা প্রদীপের ন্যায় লীলারসতত্ত্বাদিকে প্রকাশ করিতে সমর্থ, তাদৃশ—শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসতত্ত্ব-প্রকাশক **পুরাণং**—শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণকে **ব্যতনুত**—লোকে প্রচারিত করিয়াছেন, সেই **অখিল-বৃজিনঘ্নং**—সমস্ত অমঙ্গল-নাশক, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রচার করিয়া যিনি জগতের সমস্ত অমঙ্গল-বিনাশের সূচনা করিয়াছেন, সেই **ব্যাসসূনুং**—ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেবকে আমি ( শ্রীসূত ) প্রণাম করি।

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দানুভবে সমাধি লাভ হয়; সেই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়াদির কোনও চেষ্টাই থাকেনা। এই অবস্থাতেও শ্রীশুকদেবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রুচির-লীলারসে আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীশুকদেব জন্মাবধিই ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন ছিলেন, নির্জ্জন বনে বসিয়া তিনি ব্রহ্মসমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পিতা ব্যাসদেব অন্য লোক দ্বারা শুকদেবের নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে ভগবানের গুণব্যঞ্জক কোনও কোনও শ্লোক কীর্ত্তন করাইতেন। ভগবদ্‌গুণকথার মাহাত্ম্যে তাহাতে শুকদেবের চিত্ত সমাধি হইতে আকৃষ্ট হইত, ব্রহ্মসমাধি পরিত্যাগ করিয়াও ভগবদ্‌গুণকথা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিত, পরে তিনি স্বীয় পিতা ব্যাসদেবের নিকটে সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন ও আস্বাদন করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে—সমাধিমগ্ন অবস্থায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই তো নিরুদ্ধ ছিল; ব্যাসদেব-নিয়োজিত লোকের উচ্চারিত ভগবদ্‌গুণ-ব্যঞ্জক শ্লোক তিনি শুনিলেন কিরূপে? উত্তর—শ্রীশুকদেবের চিত্ত ছিল শুদ্ধসত্ত্বাত্মক; নচেৎ তাঁহার ব্রহ্মানন্দ অনুভব হইত না। আর ভগবৎ-কথাও শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা, স্বপ্রকাশ। কোনও ভাগ্যবান্ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত ভগবদ্‌গুণাদি সকলের কর্ণেই প্রবেশ লাভ করিতে পারে; কিন্তু মায়ামলিন চিত্তের সঙ্গে তাহার সংযোগ হইতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভগবদ্‌গুণকথার সংযোগ আপনা-আপনিই হইতে পারে। শুকদেবের কর্ণকুহর উন্মুক্তই ছিল। ব্যাসদেবের নিয়োজিত লোকের কীর্ত্তিত ভগবদ্‌গুণ-কথা তাঁহার কর্ণকুহরের ভিতর দিয়া তাঁহার মরমে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, প্রবেশ করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ ১৩২

তথাহি তত্রৈব ( ১।৭।১০ )—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৮

ইহো সব রহু, কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে ।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সংযোগে বাধা দিতে পারে, এমন কোনও আবরণ তাঁহার চিত্তে ছিলনা। এইরূপ আবরণ হইতেছে মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তের মায়া-মলিনতার আবরণ। শুকদেবের চিত্তে তাহা ছিলনা। তবে তাঁহার চিত্তে একটী আবরণ ছিল—জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান ; এই আবরণের দ্বারা জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্য-সেবক-ভাবটী প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই আবরণ শুদ্ধসত্ত্বের গতিপথে বাধা জন্মাইতে পারে না ; তাই শুকদেবের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তের সহিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভগবৎ-কথার স্পর্শ হইতে পারিয়াছিল। এই ভগবৎ-কথাই স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শুকদেবের জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানরূপ আবরণটীকেও অপসারিত করিয়া দিয়া তাঁহার চিত্তে সেব্য-সেবক-ভাবের স্ফুরণ করাইয়া সেবাবাসনা জাগাইয়া নিস্তরঙ্গ আনন্দ-সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল ; তখনই তিনি নিস্তরঙ্গ-ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রের স্থলে তরঙ্গায়িত আনন্দ-সমুদ্রের—অনন্ত-বৈচিত্রীময়-রসসমুদ্রের অতল-তলে নিমগ্ন হইলেন। ইহা তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ নহে। আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন, ভগবদ্‌গুণ-কথার সহিত তাঁহার চিত্তের স্পর্শের পরেও তিনি সেই অনন্দ-সমুদ্রেই নিমগ্ন রহিলেন। পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বে আনন্দ-সমুদ্র ছিল নিস্তরঙ্গ, পরে তাহাই হইয়া উঠিয়াছে—উত্তাল তরঙ্গময় ; পূর্ব্বে তিনি ছিলেন—নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রে স্থির, পরে তিনি তরঙ্গায়িত অনন্দ-সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন এবং তাহাতে তিনি এতই আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে লাগিলেন যে, এবং সেই আনন্দ-বৈবিত্রীতে এমন ভাবেই তন্ময় হইয়া রহিলেন যে, পূর্ব্বানুভূত নিস্তরঙ্গ আনন্দ-সমুদ্রের অনুসন্ধানই আর তাঁহার রহিলনা। ইহাও তাঁহার সমাধি—ভক্তিসমাধি। ইহাতেও তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া, যেন আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করিয়াই, অন্য-অনুসন্ধানের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাই বলা হইল—ভগবদ্‌গুণের প্রভাবে শুকদেবের সমাধি-ভঙ্গ হয় নাই, সমাধি বরং অপর এক পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। যদি তাঁহার সমাধি-ভঙ্গই হইত, পুনরায় সেই সমাধিতে নিমগ্ন হওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—লীলারসোঽয়ং তস্য ন সমাধিভঞ্জকঃ প্রত্যূহঃ ( বিঘ্নঃ ) ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। তথাত্বে সতি তেন পুনরপি তাদৃশ-সমাধ্যর্থ-মেবাযতিষ্যত। কিন্তু পরে তিনি ব্রহ্মানন্দ-সমাধি-লাভের জন্য কোনও রূপ চেষ্টা না করিয়া ভগবদ্‌গুণাদির রস-আস্বাদনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ব্যাসদেবের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়নও করিয়াছিলেন।

লীলারসের শক্তি যে কত অধিক, তাহা যে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিতে সমর্থ, এই ১৩১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

**১৩২।** শ্রীকৃষ্ণগুণের অনুভবজনিত আনন্দ—ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ অপেক্ষা অনেক বেশী ; তাই শ্রীকৃষ্ণের গুণ আত্মারাম ( ব্রহ্মসুখনিমগ্ন ) মুনিদিগের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ৮। অন্বয়।** অন্বয়াদি ২।৬।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

**১৩৩। ইহো সব রহু**—শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-গুণের ত কথাই নাই ; শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সংলগ্ন যে তুলসী, তাহার সৌরভও আত্মারাম-গণের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে।

**কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে**—শ্রীকৃষ্ণের চরণের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে যাহার, সেই তুলসীর ; শ্রীকৃষ্ণের চরণসংলগ্ন তুলসী ; চরণতুলসী।

তথাহি তত্রৈব ( ৩।১৫।৪৩ )—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৯

**শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।**

স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ। তস্য পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি সংক্ষোভং চিত্তেঽতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চম্। স্বামী। ৯

**গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।**

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ৯। অন্বয়।** অরবিন্দনয়নস্য ( কমল-লোচন ) তস্য ( তাঁহার—ভগবানের ) পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দবায়ুঃ ( পদকমলের কেশরের সহিত মিশ্রিতা তুলসীর গন্ধবহনকারী বায়ু ) স্ববিবরেণ ( নাসারন্ধ্র দ্বারা ) অন্তর্গতঃ ( ভিতরে প্রবেশ করিয়া ) অক্ষরজুষাং ( ব্রহ্মানন্দসেবী ) তেষাং ( তাঁহাদের—সেই সনকাদির ) অপি ( ও ) চিত্ততন্বোঃ ( চিত্তের ও দেহের ) সংক্ষোভং ( সম্যক্ ক্ষোভ ) চকার ( জন্মাইয়াছিল )।

**অনুবাদ।** সেই কমল-নয়ন ভগবানের চরণ-কমলের কেশর-মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ-যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদিরও চিত্তে এবং দেহে সম্যক্ ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল, অর্থাৎ চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং দেহে রোমাঞ্চাদি প্রকাশ করিয়াছিল। ৯

**অরবিন্দনয়নস্য**—অরবিন্দের ( কমলের—পদ্মের ) ন্যায় নয়ন ( চক্ষু ) যাঁহার, তাঁহার; পদ্মের পাপড়ির ন্যায় দীর্ঘ এবং সুন্দর চক্ষু যাঁহার, সেই শ্রীভগবানের **পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দবায়ুঃ**—পদ ( চরণ ) রূপ অরবিন্দ ( কমল ) পদারবিন্দ; তাহার কিঞ্জল্কের ( কেশর—শ্বেতারুণকান্তিযুক্ত নখররূপ কেশরের ) সহিত মিশ্র ( মিশ্রিত ) যে তুলসী, তাহার মকরন্দ ( সুগন্ধ ) যুক্ত বায়ু; [ পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধি বলিয়া ভগবানের চরণকে পদ্মের সঙ্গে উপমা দিয়া পদারবিন্দ—চরণকমল বলা হইয়াছে; কমলের কেশর থাকে; কমল-কেশরের বর্ণও শ্বেতারুণ;—চরণ কমলের কেশর কি? পদনখই চরণকমলের কেশর; নখের বর্ণও শ্বেতারুণ; পদ্মের কেশরতুল্য এই যে ভগবানের পদনখ-সমূহ, পদ্মকেশরের ন্যায় তাহাদেরও স্নিগ্ধ মৃদু সুগন্ধ আছে; তাই এই পদনখরূপ কেশরের সহিত মিশ্রিত যে তুলসী—ভক্ত পূজাকালে শ্রীভগবানের চরণে যে তুলসী অর্পণ করেন, শ্রীভগবানের পদনখরের গন্ধযুক্ত সেই তুলসীর মকরন্দ বা সুগন্ধকে বহন করে যে বায়ু, শ্রীকৃষ্ণচরণতুলসীর সুগন্ধে সুগন্ধি যেই বায়ু] **অক্ষরজুষাং**—অক্ষর-( ব্রহ্ম—ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দ ) সেবীদিগের, ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন সনকাদির **স্ববিবরেণ**—নাসারন্ধ্র দ্বারা **অন্তর্গতঃ**—ভিতরে প্রবেশ করিয়া, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের **চিত্ততন্বোঃ**—চিত্তের ও তনুর ( দেহের ) **সংক্ষোভং**—সম্যক্ ক্ষোভ, হর্ষাদি দ্বারা চিত্তের ক্ষোভ এবং রোমাঞ্চাদিদ্বারা দেহের ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল। চরণতুলসীর সুগন্ধেই ব্রহ্মানন্দ হইতে তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল এবং চরণতুলসীর সুগন্ধেই তাঁহারা অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দেহে রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাবের এবং হর্ষাদি সঞ্চারি-ভাবের উদয় হইয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের চিত্ত অতি নির্ম্মল; তাই শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় যে কোনও বস্তুর সংস্পর্শেই ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের চিত্তে প্রেমবিকার জন্মিতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৭।৮-শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবানের চরণতুলসীর সুগন্ধেই যে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের চিত্তও আকৃষ্ট হইতে পারে, এই ১৩৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥ ১৩৪
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥ ১৩৫
ভারীবোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে—এথাই বেচিব ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**১৩৪।** পূর্ব্ববর্তী ১২৫ পয়ারের সহিতই এই পয়ারের সাক্ষাৎ অন্বয়। ১২৬-৩০ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণনামাদির স্বরূপ বিবৃত করিয়া প্রকারান্তরে দেখান হইয়াছে যে, প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী ( ১২৯ পয়ারের টীকার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য ); তারপর ১৩১-৩৩ পয়ারে প্রকারান্তরে দেখান হইয়াছে যে, প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণে-অপরাধী ( ১৩১ পয়ারের টীকার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য )। ১২৫ পয়ারোক্তির অনুকূলে, প্রকাশানন্দের শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষ ও শ্রীকৃষ্ণাপরাধ দেখাইয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, এইরূপ বিদ্বেষ ও অপরাধ আছে বলিয়াই তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম আসে না।

**অতএব**—শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী এবং শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী বলিয়া। **তার মুখে**—প্রকাশানন্দের মুখে। **যাতে**—যেহেতু। **মহাবহির্ম্মুখে**—অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ; অধ্যধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী।

**১৩৫।** প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশানন্দ বলিয়াছিলেন—"কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ২।১৭।১১৬॥" এক্ষণে প্রভু পরিহাসচ্ছলে সেই কথারই উত্তর দিতেছেন।

আমার ভাবকালীর গ্রাহক যখন নাই, তখন ইহা আর কিরূপে বিকাইবে ? যদি না বিকায়, তাহা হইলে ভাবকালী লইয়াই আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৩৬।** **ভারী বোঝা**—ভাবকালীর ভারী বোঝা ; প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য উৎকণ্ঠা। জগতের জীবকে প্রেমভক্তি দিবার জন্যই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন ; এবং প্রেম দেওয়ার জন্যই কাশীতেও আসিয়াছিলেন। এস্থলে প্রেমভক্তিকে ভারী-বোঝা বলার তাৎপর্য্য এই যে, বোঝাটা ভারী হইলে লোক যেমন তাহা ছাড়াইয়া ফেলিতেই উৎকণ্ঠিত হয়, মহাপ্রভুও প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য তদ্রূপ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ভারী-বোঝার সঙ্গে প্রেমভক্তির তুলনা—বোঝার কষ্টদায়কত্ব বা অপ্রীতিকরত্ব অংশে নহে—বিতরণের জন্য উৎকণ্ঠাংশে। **অল্পস্বল্পমূল্য**—অত্যন্ত ভারী কোনও জিনিসের বোঝা অত্যন্ত কষ্টকর হয় বলিয়া লোক অতি সামান্য মূল্য পাইলেই তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির বোঝা স্বরূপতঃ কষ্টদায়ক ও অপ্রীতিকর না হইলেও কাশীবাসী লোকগণকে তাহা দেওয়ার জন্য তাঁহার এত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে, দিতে না পারিয়া তিনি ঐ উৎকণ্ঠার দরুণ অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন ; ( এই উৎকণ্ঠা অবশ্য জীবের প্রতি তাঁহার করুণা বশতঃই )। এজন্যই বলিলেন, অল্পস্বল্প মূল্য পাইলেই আমি ইহা দিয়া ফেলিব। **স্বল্প**—অর্থ অতি অল্প ; অতি সামান্য মূল্য পাইলেও দিব। এখানে এই মূল্যটী কি ? নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা নহে ; কারণ, টাকা-পয়সায় প্রেমভক্তি মিলে না। ভগবৎ-কৃপায় সাধনভজনে প্রেমভক্তি মিলিতে পারে বটে ; কিন্তু এস্থলে প্রভু বোধ হয় সাধনভজনরূপ মূল্যের কথাও বলেন নাই। কারণ, "মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র ॥ ১।৯।২৭॥" যে চাহে, যে না চাহে, যে যোগ্য পাত্র, বা যে যোগ্য পাত্র নহে, বিনাবিচারে তিনি সকলকেই প্রেম দিয়াছেন; তাঁহার পরিকরগণকেও তিনি আদেশ করিয়াছেন—"যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে। ১।৯।৩৪॥" এই ভাবে অবিচারে প্রেমদানের হেতু এই যে, প্রভু বলিয়াছেন—"আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি। নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি। ১।৯।৫॥" প্রেমভক্তিবিতরণের সময় সাধনভজনের বিচার করেন নাই সত্য; কিন্তু বৈষ্ণব-অপরাধ ও ভগবন্নিন্দাপরাধের বিচার করিয়াছেন—এই সব অপরাধ খণ্ডাইয়া পরে প্রেম দিয়াছেন। ( ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। অন্যের কা কথা, স্বয়ং শচীমাতারও শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে অপরাধ হওয়ায় তাহা খণ্ডনের পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রভু প্রেম দিলেন না। আর অধ্যাপক, পঢ়ুয়া কর্ম্মী, নিন্দুকাদি সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"এই সব মোর নিন্দাপরাধ হইতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ নিস্তারিতে

এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাথ করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি ॥ ১৩৭
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূরে হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৩৮
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ ১৩৯
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান।
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য-গান ॥ ১৪০
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৪১
এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৪২
মথুরা চলিতে প্রেমে যাহাঁ রহি যায়।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৪৩
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল ॥ ১৪৪
পথে যাহাঁ যাহাঁ হয় যমুনা-দর্শন।
তাহাঁ ঝাঁপ দিয়া পড়ে—প্রেমে অচেতন ॥ ১৪৫
মথুরানিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৪৬
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম ॥ ১৪৭
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন-হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥ ১৪৮
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আইলাঙ্ আমি, হৈল বিপরীত। এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ আমাকে প্রণতি করে হয় পাপ ক্ষয়। তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ১।১৭।২৫৪-৫৯॥” কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর বহু নিন্দা করিয়া অপরাধী হইয়াছে; এই অপরাধ না খণ্ডিলে তিনি প্রেমভক্তি দিতে পারেন না; যেহেতু, অপরাধী প্রেমভক্তি গ্রহণ বা রক্ষা করিতে অসমর্থ। ইহাদের অপরাধ-খণ্ডনের উপায় হইতেছে—নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রভুকে প্রণাম বা সম্মান করা। যদি একটুমাত্র প্রণাম বা সম্মান এই সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে তিনি পান, তাহা হইলেই তিনি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দিতে পারেন (১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই অর্থে, **অল্পস্বল্পমূল্য** বলিতে প্রভু বোধ হয়—একটু প্রণতি বা তাঁহার প্রতি একটু সম্মানের কথাই লক্ষ্য করিতেছেন। বস্তুতঃ, একটু সম্মান পাইয়াই প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের নিমন্ত্রণে প্রভু যাইয়া পাদ-প্রক্ষালনের স্থানে বসিয়া যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার কোটি সূর্য্যসম তেজোময় বপু দেখিয়া প্রকাশানন্দসরস্বতী সমস্ত শিষ্যবৃন্দসহ বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, দণ্ডায়মান হইয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত প্রভুকে বলিলেন—“শ্রীপাদ ঐ অপবিত্র স্থানে কেন বসিয়াছেন, এদিকে আসুন, সভায় আসিয়া বসুন, ইত্যাদি।” এই সম্মানসূচক ব্যবহার পাইয়া প্রভু তাঁহাদের মনের পরিবর্ত্তন বুঝিলেন, তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গিয়া বসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেন। ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। **সেই বিপ্রে**—সেই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে। **আত্মসাথ করি**—স্বীয় সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়া।

১৩৮। **তিনজন**—চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

১৪০। **বেণীস্নান**—ত্রিবেণীতে স্নান। **মাধব**—বেণীমাধব-বিগ্রহ; ইনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

১৪৭। **বিশ্রান্তিতীর্থ**—যমুনার বিশ্রামঘাট; কংসবধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বিশ্রামঘাট বলে। **জন্মস্থান**—কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। **কেশব**—কেশবনামা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ। ২।১৮।৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। **এক বিপ্র**—মথুরাবাসী একজন ব্রাহ্মণ।

দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
'হরি কৃষ্ণ কহ' দোঁহে বোলে বাহু তুলি॥ ১৫০
লোক 'হরি হরি' বোলে, কোলাহল হৈল।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল॥ ১৫১
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়—।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥ ১৫২
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া॥ ১৫৩
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥ ১৫৪
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া—॥ ১৫৫
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন?॥১৫৬
বিপ্র কহে—শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী॥ ১৫৭
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাথে ভিক্ষা কৈলা॥১৫৮
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়॥ ১৫৯
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণবন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িল ব্রাহ্মণ॥ ১৬০
প্রভু কহে—তুমি গুরু, আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হৈয়া শিষ্যে নমস্কার না জুয়ায়॥ ১৬১
শুনিঞা বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা—।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া?॥ ১৬২
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি—।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি?॥ ১৬৩
কৃষ্ণপ্রেমা তাহাঁ—যাহাঁ তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ॥ ১৬৪
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥ ১৬৫
তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া আইল নিজঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥ ১৬৬
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন—॥ ১৬৭
পুরীগোসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছে ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ, এই মোর শিক্ষা॥ ১৬৮

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫১। **কেশব-সেবক**—কেশব-বিগ্রহের সেবাকারী।

১৫৮। **নিলয়ে**—গৃহে। **মোর হাথে**—আমার পাচিত অন্ন। **ভিক্ষা কৈলা**—আহার করিলেন।

১৬৫। **সম্বন্ধে**—মহাপ্রভু যে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর অনুশিষ্য, ইহা বলিলেন। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

১৬৭। প্রভুর আহারের নিমিত্ত বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইলেন।

১৬৮। প্রভু সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী তোমার হাতে আহার করিয়াছেন; তুমি নিজে পাক করিয়া আমাকেও খাওয়াও। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, তাহাই অনুসরণীয়।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

**এই মোর শিক্ষা**—ইহাই পুরীগোস্বামীর নিকট হইতে আমি শিক্ষা পাইলাম।

পুরীগোস্বামী এই বিপ্রের ভক্তি এবং বৈষ্ণবাচার দেখিয়া, তাঁহার সামাজিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার হাতে খাইয়াছেন; পুরীগোস্বামীর এই আচরণের শিক্ষা এই যে—যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, সমাজে তাঁহার স্থান যেখানেই থাকুক না কেন,—সামাজিক হিসাবে তিনি আচরণীয় হউন কি অনাচরণীয় হউন, ভোজ্যান্ন হউন কি না হউন, তৎসমস্ত কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার হাতে খাইতে পারা যায়। বস্তুতঃ ভক্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জাতিমাত্র তুইটী—ভক্ত এবং অভক্ত; "দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥—জগতে মাত্র তুই রকমের সৃষ্টি—দৈব ও আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা দৈব; আর যাঁহারা তাহার বিপরীত, তাঁহারা আসুর। ১৷৩৷১৮ শ্লোকধৃত পাদ্মবচন।" তাই ইতিহাসসমুচ্চয়ের বচন উদ্ধৃত

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ ( ৩২১ )—
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ১০

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥ ১৬৯
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৭০
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল—॥ ১৭১

তোমারে ভিক্ষা দিব, বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ॥ ১৭২

মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন ॥ ১৭৩

প্রভু কহে—শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥ ১৭৪

ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধু-ব্যবহার।
পুরীগোসাঞির আচরণ,—সেই ধর্ম্ম সার ॥ ১৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥—শূদ্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ হইলেও বৈষ্ণব-ব্যক্তিকে সামান্যজাতিজ্ঞানে নীচ বলিয়া দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব-জনকে সামান্যজাতিরূপে দর্শন করিলে নিরয়ে গমন করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ১০।৮৬॥" পরবর্ত্তী পয়ার হইতে জানা যায়, এই মাথুর-ব্রাহ্মণ সামাজিক হিসাবে অনাচরণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্ত্তী ১৭৬ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু তাঁহার হাতে আহার করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবের সম্বন্ধে সামাজিক জাতিবিচার যে সঙ্গত নহে, প্রভুর আচরণে তাহাই তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়া গেলেন। অবশ্য দক্ষিণে ও পশ্চিমে যাওয়ার সময়ে তিনি সর্ব্বদাই ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া নেন নাই; তাঁহার পার্ষদগণের পীড়াপীড়িতেই তাঁহাকে সঙ্গে লোক নিতে হইয়াছে, একাকী যাওয়াই তাঁহার নিজের ইচ্ছা ছিল।

**শ্লো। ১০। অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৩।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা করেন, অপরের পক্ষে তাহাই অনুসরণীয়—এইরূপে ১৬৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

**১৬৯। সনৌড়িয়া**—মথুরার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ইঁহারা অন্য ব্রাহ্মণের অনাচরণীয়।

**১৭০। পূর্ব্ববর্ত্তী** ১৫৮-পয়ার হইতে বুঝা যায়, বৈষ্ণব-সনৌড়িয়ার পাচিত অন্নই পুরীগোস্বামী অঙ্গীকার করিয়াছেন।

**১৭২। ভিক্ষা দিব**—তোমার ভিক্ষার অন্ন রান্না করিব। **নাহি তোমার** ইত্যাদি—তুমি ঈশ্বর, স্বতন্ত্র; কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নও। বিধি-নিষেধ হইতেছে জীবের জন্য; কিন্তু প্রভু তুমি তো জীব-তত্ত্ব নও। **বিধি-ব্যবহার**—বিধিসম্মত আচরণ; বিধি-নিষেধের অনুগত্যময় আচরণ।

**১৭৩। মূর্খ লোক**—যাহারা শাস্ত্রমর্ম্ম জানে না, অথবা যাহারা তোমার তত্ত্ব জানে না।

**১৭৪-৭৫। ধর্ম্মস্থাপন-হেতু**—শ্রুতির একমত, স্মৃতির একমত, এক এক ঋষির এক এক মত; সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি বা ঋষিদের মতানুসারে কেহই প্রকৃত ধর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধু-মহাপুরুষদের আচরণ-অনুসারেই চলিতে হইবে; সাধুমহাপুরুষদের আচরণই ধর্ম্ম-স্থাপনের হেতু।

এস্থলে একটী বিষয় প্রণিধান-যোগ্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়েই সাধু বা মহাপুরুষ আছেন। কোনও সাধকের পক্ষে যে কোনও সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের আচরণ সকল সময় বোধ হয় অনুসরণীয় নয়। কোনও মহাপুরুষ যদি শুষ্ক-বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতে যাইয়া মহাপ্রসাদাদির প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই আচরণ শুদ্ধা ভক্তিমার্গের সাধকের অনুকরণীয় হইতে পারে না; যেহেতু, তাহাতে শুদ্ধা ভক্তি পুষ্টিলাভ করিবে না। তাই প্রত্যেক সাধকের পক্ষেই স্ব-সম্প্রদায়ের সাধুদের আচরণই অনুসরণীয়। একই সম্প্রদায়ের সাধুদের আচরণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছু থাকা সম্ভব নয়; কারণ, সকলেই শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই পালন করিয়া

তথাহি মহাভারতে, বনপর্ব্বণি ( ৩।১৩।১১৭ )—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অপ্রতিষ্ঠঃ মর্য্যাদাবিহীনঃ বিভিন্নাঃ পৃথক্ পৃথক্ মতান্বিতাঃ মহাজনঃ সাধুঃ। চক্রবর্ত্তী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকেন। সাধুদের আচরণের মধ্যেও যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহার অনুসরণ ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে ( ১।৪।৪-শ্লোকের টীকায় "তৎপর"-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য )। আলোচ্য পয়ারে বিবেচনার বিষয় হইতেছে—সামাজিক প্রথাই অনুসরণীয়, না কি সাধকের পক্ষে শাস্ত্রবিধিই অনুসরণীয়। সনৌড়িয়ার হাতে ভিক্ষা করা সামাজিক বিধির অনুমোদিত নয়; যেহেতু, সনৌড়িয়া অনাচরণীয়। অনাচরণীয়ত্বের মধ্যেই সনৌড়িয়ার সম্বন্ধে জাতিবুদ্ধি স্থান পাইয়াছে। আবার ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি নিরয়ের হেতু বলিয়াছেন ( ২।১৭।১৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? সনৌড়িয়ার জাতির বিচার করিয়া তাঁহার হাতে আহার না করিলে সমাজের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় সত্য; কিন্তু ভক্তিপুষ্টির পথে বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা। আবার তাঁহার জাতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার বৈষ্ণবতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার হাতে আহার করিলে সমাজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে; কিন্তু বৈষ্ণবত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, সুতরাং ভক্তিপুষ্টির পথেও কোনও বিঘ্ন জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। সমাজের মর্য্যাদা বড়, না বৈষ্ণবত্বের বা ভক্তির মর্য্যাদা বড়? যাঁহারা সমাজ-বিধান দিয়া গিয়াছেন, সমাজ-ধর্ম্মের ব্যাপারে তাঁহারাও মহাপুরুষ; আর যাঁহারা ভক্তি-শাস্ত্রের বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ভক্তিরাজ্যে তাঁহারাও মহাপুরুষ। এস্থলে কাহার আদেশ পালন করিতে হইবে, তাহাই স্ব-সম্প্রদায়ের সাধুদের আচরণদ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামী ভক্তিমার্গের মহাপুরুষ; তাঁহার আচরণই ভক্তভাবে প্রভু অনুসরণ করিয়াছেন।

এই পয়ারে বলা হইয়াছে—সাধুদিগের আচরণই ধর্ম্ম-স্থাপনের হেতু; সাধুদিগের আচরণ দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে—কোন্ আচরণের অনুসরণ করিলে সাধকের ধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে; সুতরাং সেই আচরণ যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত হওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না; শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইলে তাহা "ধর্ম্ম-স্থাপনের-হেতু" হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—কোন্‌টী করণীয়, আর কোন্‌টী অকরণীয়, শাস্ত্রোক্তির সাহায্যেই তাহা নির্ণয় করিবে। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ॥ ইহা শ্রীভগবানের উক্তি।

**পুরীগোসাঞির** ইত্যাদি—পুরীগোস্বামী যে আচরণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ আচরণ; সুতরাং তাহাই সকলের অনুসরণীয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৮ পয়ারে পুরীগোস্বামীর আচরণের কথা বলা হইয়াছে; তিনি এই সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে ভিক্ষা করিয়াছেন, সনৌড়িয়াকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নিজের আচরণের দ্বারা যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষা যে সকলেরই গ্রহণীয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৮ পয়ারে প্রভু তাহাও বলিয়াছেন। **ধর্ম্মসার**—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ( আচরণ )। **ধর্ম্ম**—আচাররূপ ধর্ম্ম।

**শ্লো। ১১। অন্বয়।** তর্কঃ ( তর্ক ) অপ্রতিষ্ঠঃ ( প্রতিষ্ঠাহীন ), শ্রুতয়ঃ ( শ্রুতিসকল ) বিভিন্নাঃ ( ভিন্ন ভিন্ন ), অসৌ ( তিনি ) ঋষিঃ ( ঋষি ) ন ( নহেন ) যস্য ( যাঁহার ) মতং ( মত ) ভিন্নং ( ভিন্ন ) ন ( নহে ) ধর্ম্মস্য ( ধর্ম্মের ) তত্ত্বং ( তত্ত্ব ) গুহায়াং ( গুহায়—নিভৃতস্থানে ) নিহিতং ( নিহিত ); মহাজনঃ ( মহাজনব্যক্তি ) যেন ( যে পথে ) গতঃ ( গিয়াছেন ) সঃ ( তাহাই ) পন্থাঃ ( পথ )।

**অনুবাদ।** তর্কদ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় হয় না; শ্রুতি সকলের মতও ভিন্ন ভিন্ন; যাঁহার মত ভিন্ন নহে, তিনি ঋষিই নহেন, ধর্ম্মতত্ত্ব অতি নিভৃত স্থানে আছে, ( অর্থাৎ অতি দুরধিগম্য ); অতএব মহাজন ( পূর্ব্বাচার্য্য )-গণ যে পথে বিচরণ করিয়াছেন, সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। ১১

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৭৬
লক্ষসঙ্খ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ॥ ১৭৭
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরিহরি'।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১৭৮
যমুনার চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৭৯
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল ॥ ১৮০
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গে করি লৈল ॥ ১৮১
মধুবন তাল-কুমুদ-বহুলা-বন গেলা।
তাহাঁ তাহাঁ স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৮২
পথে গাবীঘটা চরে—প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেঢ়য় আসি হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৮৩
গাবী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাবী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥ ১৮৪
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গকণ্ডূয়ন।
প্রভুসঙ্গে চলে,—নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৮৫
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনুসব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল ॥ ১৮৬
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে—সঙ্গে যায় বাটেবাটে ॥ ১৮৭
( অঙ্গের সৌরভে মৃগ-মৃগী-শৃঙ্গ উঠে।
কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে ॥ ) ১৮৮
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায় ॥ ১৮৯

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রেষ্ঠব্যক্তির আচরণদ্বারাই আচাররূপ ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল; এইরূপে ইহা ১৭৫ পয়ারের প্রমাণ।

১৭৬। **সেই বিপ্র**—সেই সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ। **ভিক্ষা করাইল**—নিজে পাক করিয়া খাওয়াইলেন। **মধুপুরীর**—মথুরার।

১৭৯। **চব্বিশ ঘাট**—চব্বিশ তীর্থ; যথা অবিমুক্ত (১); বিশ্রান্তি (২); গুহ্য বা সংসারমোচন (৩); প্রয়াগ (৪); কনখল (৫); তিন্দুক; (৬) সূর্য্য (৭); বটস্বামী (৮); ধ্রুব (৯); ঋষি (১০); মোক্ষ (১১); বোধি (১২); নব (১৩); ধারাপতন (১৪); সংযমন (১৫); নাগ (১৬); ঘটাভরণ (১৭); ব্রহ্ম (১৮); সোম (১৯); সরস্বতী-পতন (২০); চক্র (২১); দশাশ্বমেধ (২২); বিঘ্নরাজ (২৩); ও কোটী (২৪)। ( ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ )।

১৮০। **স্বয়ম্ভু** ইত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ। **মহাবিদ্যা**—দেবীমূর্ত্তি।

১৮২। ২।১।২২৫ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু দ্বাদশবনই দর্শন করিয়াছিলেন। ২।১।২২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৩। **গাবীঘটা**—গাভীসকল।

১৮৪। গাভী দেখিয়া ব্রজলীলার গোচারণের কথা স্মরণ হওয়ায় প্রভু প্রেমে স্তব্ধ হইলেন।

১৮৫। **অঙ্গকণ্ডূয়ন**—প্রভু গাভী-সকলের গা চুলকাইয়া দিলেন। ইহা গো-জাতির প্রতি একটি স্নেহ-প্রকাশক-কার্য্য।

১৮৭। **বাটে**—পথে। **মুখদেখি**—প্রভুর মুখ দেখিয়া।

১৮৮। সকল গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

প্রভুর অঙ্গের সৌরভ পাইয়া মৃগ-মৃগীগণ মাথা উপরের দিকে তুলিয়া ধরে, তাহাতে তাহাদের শৃঙ্গও উপরের দিকে উঠে। প্রভু কৃপা করিয়া তাহাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেন।

১৮৯। **পিক**—কোকিল। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **শিখী**—ময়ূর।

প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ ॥ ১৯০
ফুল-ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায় ॥ ১৯১
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত—বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥ ১৯২
তা-সভার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সভাসনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥ ১৯৩
প্রতিবৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ১৯৪
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল' বোলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১৯৫
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ ১৯৬
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক-অঙ্গ—অশ্রু নয়ন ॥ ১৯৭
বৃক্ষ-ডালে শুক শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥ ১৯৮
শুক-শারিকা প্রভুর হাথে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে ॥ ১৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**১৯০-৯১। অঙ্কুর পুলক**—অঙ্কুররূপ পুলক; বৃক্ষলতাদির অঙ্কুরকেই (নূতন পাতার অঙ্কুরকে) তাহাদের পুলক (রোমাঞ্চ) বলা হইয়াছে। **মধু অশ্রু-বরিষণ**—মধুরূপ অশ্রুবর্ষণ; বৃক্ষলতাদি হইতে যে মধু ঝরিতেছিল, তাহাকেই তাহাদের অশ্রুবর্ষণ বলা হইয়াছে।

প্রভুর দর্শনে বৃন্দাবনের তরুলতাদিও প্রেমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—তাহাদের নূতন পত্রাঙ্কুরের উদ্গম হইল, এবং তাহারা মধুক্ষরণ করিতে লাগিল; যেন তাহাদের দেহেও প্রেমজনিত সাত্ত্বিকবিকার দেখা দিল—নূতন অঙ্কুরই যেন তাহাদের রোমাঞ্চ এবং মধুক্ষরণই যেন তাহাদের অশ্রু। ডালগুলি ফল ও ফুলের ভারে নত হইয়া যেন প্রভুর চরণকেই স্পর্শ করিতেছিল; বন্ধুকে দেখিয়া বন্ধু যেমন নানাবিধ উপহার দেয়, বৃক্ষলতাদিও যেন তদ্রূপ প্রভুকে ফল-ফুল উপহার দিতেছিল। **ভেট**—উপহার।

**১৯৩। সভাসনে**—পিক, ভৃঙ্গ, ময়ূর, মৃগ, মৃগী আদি আদি জঙ্গমের সঙ্গে এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবরের সঙ্গে। **তার বশে**—স্থাবর-জঙ্গমাদির প্রেমের বশীভূত হইয়া।

কিরূপে প্রভু তাদের সঙ্গে ক্রীড়া করিলেন, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

**১৯৪-৯৫। পুষ্পাদি** ইত্যাদি—ধ্যানে (অর্থাৎ মনে মনে) পুষ্প ও ফলাদি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। **অশ্রুকম্প** ইত্যাদি—প্রভুর দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল।

**১৯৬। প্রভু** তাহাদিগকে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলায়, স্থাবর-জঙ্গম সকলেই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি করিল—মনে হইতেছিল, তাহারা যেন প্রভুর কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৯৯। কৃষ্ণের গুণশ্লোক**—কৃষ্ণের গুণবর্ণনাত্মক শ্লোক। শুক-শারী যে সকল শ্লোক পড়িয়াছিল, সেগুলি নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

শুক-শারী হইল বনের পাখী; তাহারা সংস্কৃত শ্লোক আপনা হইতে পড়িয়াছে—ইহা সাধারণতঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে এবং তাঁহার লীলাস্থানের অচিন্ত্যশক্তিতে—যাহা লৌকিক জগতে অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীবৃন্দাবন স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম; তাহার পশু-পক্ষি-কীট-বৃক্ষ-লতাদি সমস্তই চিন্ময়। তবে প্রাকৃত জীবের "চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥ প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ। গোপ-গোপী-সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস॥ ১৫।১৭-৮॥" মায়াবদ্ধ জীবের নিকটই শ্রীবৃন্দাবন একটী প্রাকৃত স্থান বলিয়া মনে হয়; যাঁহাদের প্রেমনেত্র বিকশিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন—দেখিতে পায়েন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ( ১৩।২৯ )—
সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলারমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারেপরার্দ্ধং গুণাঃ
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভুর্ব্বিশ্বং
বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শুকবাক্যং, অস্মদ্দৃশাং স্বামী জগন্মোহনঃ বিশ্বমবতু। বিশ্বজনীনা বিশ্বজনায় হিতা কীর্ত্তির্যস্য সঃ। অত্র হিতার্থে ঈনঃ। যস্য সৌন্দর্য্যং লালনালে ধৈর্য্যং দলতীতি ধৈর্য্যদলনম্। লীলা রমায়া লক্ষ্যাঃ স্তম্ভিনী বিস্ময়াদিনা স্তম্ভকারিণী। বীর্য্যং কন্দুকীকৃত অদ্রিবর্য্যো গোবর্দ্ধনো যেন তৎ। গুণাঃ পরার্দ্ধতোঽপি অধিকা অমলাশ্চ। শীলং সর্ব্বজনান্ অনুরঞ্জয়তি সুখয়তীতি তৎ। সদানন্দবিধয়িনী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অস্মদ্দৃশ্য বৃন্দাবনের যে অবস্থা ছিল, এখনও সেই অবস্থা; তখন সেখানে যে সমস্ত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি ছিল, এখনও সে-সমস্ত আছে; সেই সময়ে এ সমস্ত পশু-পক্ষী-আদি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিত, এখনও সেই ভাবে করিতেছে। আর, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইলেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্ব-লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য, প্রেমের আশ্রয় রূপে তাঁহার পূর্ব্ব-লীলাস্থলীর মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য। তাঁহার পূর্ব্বপরিকর পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি যে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? ১৮৩-২০৩ পয়ারে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই উল্লিখিত রূপ ভাবে বৃন্দাবনের পশু-পক্ষিগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা।

**শ্লো। ১২। অন্বয়।** অহো ( অহো )! যস্য ( যাঁহার ) সৌন্দর্য্যং ( সৌন্দর্য্য ) ললনালিধৈর্য্যদলনং ( ললনাগণের ধৈর্য্যকে বিদলিত করে ), লীলা ( যাঁহার লীলা ) রমাস্তম্ভিনী ( লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে ), বীর্য্যং ( যাঁহার বীর্য্যবল ) কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং ( গিরি-গোবর্দ্ধনকে কন্দুকতুল্য করিয়াছে ), গুণাঃ ( যাঁহার গুণসমূহ ) পারে পরার্দ্ধং ( পরার্দ্ধেরও অতীত—অনন্ত ) অমলাঃ ( এবং অমল ), শীলং ( যাঁহার স্বভাব ) সর্ব্বজনানুরঞ্জনং ( সকলকে সুখী করে ),—অয়ং ( সেই ) অস্মৎ প্রভু ( আমাদের প্রভু ) বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ ( বিশ্বমঙ্গলসাধকযশঃশালী ) জগন্মোহনঃ ( ভুবনমোহন ) কৃষ্ণঃ ( শ্রীকৃষ্ণ ) বিশ্বং ( বিশ্বকে ) অবতাৎ ( রক্ষা করুন )।

**অনুবাদ।** যাঁহার সৌন্দর্য্য ললনাগণের ধৈর্য্য দলন করে, যাঁহার লীলা বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে, যাঁহার বল পর্ব্বতরাজ-গোবর্দ্ধনকেও কন্দুক-সদৃশ করিয়াছে, যাঁহার গুণসকল অনন্ত ও অমল, যাঁহার স্বভাব সকলকেই সুখী করে, এবং যাঁহার কীর্ত্তি বিশ্বজনের হিতসাধিনী, সেই আমাদের প্রভু জগন্মোহন-শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকে রক্ষা করুন। ১২

এই শ্লোকে শুক শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য হইতেছে **ললনালিধৈর্য্যদলনং**—ললনা ( রমণী ) সমূহের ( সতীত্বরক্ষাবিষয়ক ধৈর্য্যকে ) দলন ( ধ্বংস ) করিতে সমর্থ; এমন রমণী নাই, যাহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হয়। তাঁহার লীলা ( রাসাদি লীলা ) হইতেছে **রমাস্তম্ভিনী**—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীকেও আনন্দচমৎকারিতায় স্তম্ভিত করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য ( শক্তি—বল ) এত বেশী যে, তাহা **কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং**—কন্দুক ( গেঁড়ু )-প্রায় করিয়াছে অদ্রিবর্য্যকে ( গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ন্যায় এত বড় একটা পর্ব্বতকে—একটী কন্দুককে ( গেঁড়ুকে ) বালক যেমন অতি সহজে উপরে তুলিয়া ধরে, ঠিক সেই ভাবেই—এক হাতে অনায়াসে উপরে তুলিয়া ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজীর সংখ্যানির্ণয় করার শক্তি কাহারও নাই, তাহারা পরার্দ্ধ সংখ্যারও অতীত—অনন্ত; আর প্রত্যেকটী গুণই অমল, নির্ম্মল। আর তাঁহার **শীলং**—স্বভাব **সর্ব্বজনানুরঞ্জনং**—সমস্ত লোকের অনুরঞ্জনে ( তৃপ্তিসাধনে ) সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ **বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ**—তাঁহার কীর্ত্তি সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে,

শুকমুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকাবর্ণন ॥ ২০০

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ( ১৩।৩০ )—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥ ১৩ ॥

পুন শুক কহে—কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥ ২০১

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারীকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শারীবাক্যং, শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা প্রেম। প্রেমা নামপ্রিয়তা হার্দং প্রেমস্নেহ ইত্যমরঃ। সুরূপতা সৌন্দর্য্যং, সুশীলতা সুস্বভাবঃ, নর্ত্তনে গানে চ চাতুরী চতুরত্বং, গুণশ্রেণিরূপা সম্পৎ, কবিতা চ পাণ্ডিত্যঞ্চ রাজতে। কীদৃশী সতী, জগন্মনোমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চিত্তমোহিনী। সদানন্দবিধায়িনী। ১৩

শুকবাক্যং স প্রসিদ্ধঃ মদনমোহনঃ জীয়াৎ। চক্রবর্ত্তী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার লীলাগুণাদির কথা শুনিলে বিশ্ববাসী সকলেরই অমঙ্গল দূরীভূত হয়, মঙ্গলের উদয় হয়। আর রূপগুণ-মাধুর্য্যাদিতে তিনি **জগন্মোহনঃ**—সমগ্র জগৎকে মোহিত করিয়া থাকেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকে "অস্মাৎ প্রভুর্ব্বিশ্বং" স্থলে "অস্মদ্দৃশং বিশ্বং—( আমাদের বিশ্বকে )" এবং "অবতাৎ কৃষ্ণঃ" স্থলে "অবতু স্বামী"-এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

**২০০।** শুকের মুখে কৃষ্ণবর্ণনা শুনিয়া শারীও শ্রীরাধার গুণবর্ণনা করিল, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে।

**শ্লো। ১৩। অন্বয়।** শ্রীরাধায়াঃ ( শ্রীরাধার ) প্রিয়তা ( প্রেম ) সুরূপতা ( সৌন্দর্য্য ) সুশীলতা ( সৎস্বভাব ) নর্ত্তন-গানচাতুরী ( নৃত্য-গীত-চাতুর্য্য ) গুণালিসম্পৎ ( গুণসমূহরূপ সম্পৎ ) কবিতা চ ( এবং পাণ্ডিত্য) জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ( জগন্মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে মোহিত করিয়া ) রাজতে ( বিরাজিত )।

**অনুবাদ।** হে শুক! আমাদের শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্যগীতে চাতুরী, গুণসম্পত্তি ও কবিত্ব ( পাণ্ডিত্য ) ইহার প্রত্যেকেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে মোহিত করিয়া শোভা পাইতেছে। ১৩

শারী শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে—"শুক! তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বজনানুরঞ্জন—জগন্মনোমোহন; আমার শ্রীরাধা তাঁহার অপূর্ব্ব গুণসম্পদে তোমার জগন্মনোমোহন-শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেও মুগ্ধ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার শ্রীরাধা তোমার কৃষ্ণ হইতেও গরীয়সী।"

**২০১।** শারীর কথা শুনিয়া শুক আবার বলিল—"শারী, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন; তোমার ব্রজসুন্দরীগণ যে মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া আমার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, আমার কৃষ্ণকে দেখিয়া সেই মদনও মুগ্ধ হইয়া যায়।"—একথা বলিয়া শুক তদনুকূল একটী শ্লোক পড়িল; শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ১৪। অন্বয়।** শারিকে ( হে শারিকে )! বংশীধারী ( বংশীধারী ) জগন্নারীচিত্তহারী ( ত্রিভুবনস্থিত ললনাগণের চিত্তহারী ) গোপনারীভিঃ ( গোপনারীদিগের সহিত ) বিহারী ( বিহারকারী ) সঃ ( সেই ) মদনমোহনঃ ( মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ ) জীয়াৎ ( জয়যুক্ত হউন )।

**অনুবাদ।** হে শারিকে। জগন্নারীগণের মনোহরী, গোপাঙ্গনাবিহারী, বংশীধারী সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। ১৪

যে মদন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীরাধিকাদি গোপাঙ্গনাগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস বাসনা করেন, সেই মদনও যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। বলা বাহুল্য, এই মদন প্রাকৃত মদন নহে।

পুন শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥ ২০২

তথাহি তত্রৈব—(৮।৩২)—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥ ১৫

শুক-শারী উড়ি পুন গেলা বৃক্ষ-ডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥ ২০৩
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥ ২০৪
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভু-সন্তর্পণ॥ ২০৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তব বাক্যে মে ন প্রতীতিঃ স তু মদনং মোহয়তীতি মদনেন মোহিতঃ স কথং ভবেত্তত্রাহ। তৎসঙ্গত্যা যদা ভাতি তদা স মদনমোহনঃ। অন্যত্র তৎ-সঙ্গাভাবে একস্য মদনস্য কা বার্ত্তা স্থাবরজঙ্গমাত্মক-সর্ব্ববিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনেন মোহিতঃ স্যাৎ। সদানন্দবিধায়িনী। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকটী শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে এই শ্লোকটী পাওয়া গেল না। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতও শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীরই রচিত; এই শ্লোকটী বোধ হয় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের জন্যই তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

**২০২।** শুকের কথা শুনিয়া শারী পরিহাস করিয়া শুককে বলিল—"শুক! তুমি যে বলিতেছ, তোমার কৃষ্ণ মদনমোহন; তাহা ঠিকই! কিন্তু কাহার গুণে তিনি মদনমোহন, তাহা কি জান? আমার শ্রীরাধার গুণেই তিনি মদনমোহন! তাই, যতক্ষণ তিনি আমার শ্রীরাধার নিকটে থাকেন, ততক্ষণই তিনি মদনমোহন; কিন্তু আমার শ্রীরাধা যদি কাছে না থাকেন, তাহা হইলে—তোমার বিশ্বমোহন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মদন কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া পড়েন।"

শুকশারীর এই প্রেমকোন্দল শুনিয়া প্রভুর চিত্তে বিস্ময় ও প্রেমোল্লাস জন্মিল। বনের পাখী শুকশারীর মুখে এই সকল অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া বিস্ময় এবং রাধাকৃষ্ণলীলার উদ্দীপনে প্রেমোল্লাস।

**শ্লো। ১৫। অন্বয়।** [ শ্রীকৃষ্ণঃ ] ( শ্রীকৃষ্ণ ) যদা ( যখন ) রাধাসঙ্গে ( শ্রীরাধার সঙ্গে ) ভাতি ( বিরাজ করেন ), তদা ( তখন ) মদনমোহনঃ ( মদনমোহন ); অন্যথা ( অন্য সময়ে—যখন শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকেন, তখন ) বিশ্বমোহঃ ( বিশ্বমোহন ) অপি ( ও—হইলেও ) স্বয়ং ( নিজেই—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ) মদনমোহিতঃ ( মদনকর্ত্তৃক মোহিত হয়েন )।

**অনুবাদ।** শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে থাকেন, তখনই তিনি মদনমোহন ( তখনই তিনি শ্রীরাধার প্রভাবে মদনকে মুগ্ধ করিতে পারেন ); কিন্তু শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ মদনকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া থাকেন। ১৫

এই শ্লোক শারীর উক্তি—২০২ পয়ারোক্ত পরিহাসবাক্য।

এই শ্লোকটীও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকটী ঠিক এইরূপ নহে; একটু পার্থক্য আছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকটী এই:—"তৎসঙ্গত্যা যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যত্র বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" অর্থ একই। ইহা হয় তো পাঠান্তর।

**২০৪।** ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের অনুরূপ বলিয়া তাহা দেখিয়া প্রভুর চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত হইল এবং তাহাতেই রাধাভাবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রলয়নামক ভাবের উদয়ে মূর্চ্ছা।

**২০৫। সেইত ব্রাহ্মণ**—সেই সনৌড়িয়া মাথুর ব্রাহ্মণ।

আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥ ২০৬
প্রভু-কর্ণে 'কৃষ্ণনাম' কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥ ২০৭
কণ্টক-দুর্গমবনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল ॥ ২০৮
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠি, করেন নর্ত্তন ॥ ২০৯
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায় ॥ ২১০
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২১১
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ-মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ ২১২
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাঢ়ে ভ্রমে যবে বনে ॥ ২১৩
অন্যদেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ ২১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**ভট্টাচার্য্যসঙ্গে**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। **সন্তর্পণ**—সেবা-শুশ্রূষা। কিরূপে তাঁহারা প্রভুর সেবা-শুশ্রূষা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ২০৬-১০ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে।

**২০৬।** তাড়াতাড়ি তাঁহারা প্রভুর বহির্ব্বাস খুলিয়া লইলেন এবং তাহা ভিজাইয়া জল আনিয়া প্রভুর চক্ষুতে ও মুখে জল সিঞ্চন করিলেন ( মূর্চ্ছা ভাঙ্গার জন্য ); আর, কাপড় দিয়া প্রভুর অঙ্গে বাতাস দিতে লাগিলেন।

সেস্থানে অন্য জলপাত্র না থাকায় বহির্ব্বাস ভিজাইয়া জল আনিলেন,—সম্ভবতঃ অপবিত্রজ্ঞানে নিজেদের কাপড় ব্যবহার করিলেন না।

**২০৭।** মাথুর-ব্রাহ্মণ ও বলভদ্রভট্টাচার্য্য প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম বলিতে লাগিলেন; তাহার ফলে প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল, তিনি প্রেমাবেশে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

**চেতন পাইল**—অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন; অর্দ্ধবাহ্য না হইয়া পূর্ণ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে কণ্টকময় ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে পারিতেন না।

**২০৮।** প্রভু যে স্থানে গড়াগড়ি দিতেছিলেন, সে স্থানটী ছিল কণ্টকে ( কাঁটায় ) পরিপূর্ণ, দুর্গম ( খালি পায় হাটিয়া যাইতেও পায়ে ও গায়ে কাঁটা লাগে ); এরূপ স্থানে গড়াগড়ি দেওয়াতে প্রভুর সমস্ত দেহে কাঁটার আঘাতে ক্ষত হইয়া গেল; দেখিয়া ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড়ি প্রভুকে তুলিয়া নিজের কোলে রাখিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

**২০৯।** তখনও কিন্তু প্রভুর প্রেমাবেশ ছুটে নাই; তিনি ( কৃষ্ণনাম ) "বল বল" বলিয়া ভট্টাচার্য্যের কোল হইতে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। **কৃষ্ণাবেশে**—রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের আবেশে।

**২১০।** তখন ভট্টাচার্য্য ও মাথুর-ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; প্রভুও নাচিতে নাচিতে পথে চলিতে লাগিলেন।

**২১১। প্রভুর রক্ষার** ইত্যাদি—প্রভু আজ যেরূপ কাঁটার উপর পড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইলেন, এরূপ প্রেমাবেশে আবার কখন কাঁটায় পড়েন, না জলে পড়েন, না কি পাথরের উপরে পড়েন—পড়িয়া আবার বিপন্ন হয়েন, ইত্যাদি ভাবিয়া মাথুর ব্রাহ্মণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন।

**২১২-১৩।** নীলচলে অবস্থানকালে প্রভুর যে প্রেমাবেশ ছিল, বৃন্দাবনে বনভ্রমণকালে যে তাহা লক্ষ লক্ষ গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাই এই দুই পয়ারে বলা হইল।

**২১৪।** বৃন্দাবনে এত বেশী পরিমাণে প্রেমাবেশের হেতু বলিতেছেন। বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যস্থানে বৃন্দাবনের নাম শুনিলেই যাঁহার প্রেম উছলিয়া উঠে, তিনি এক্ষণে সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেই উপস্থিত হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনেই

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ ২১৫
এইমত প্রেম—যাবৎ ভ্রমিলা বার-বন।
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন ॥ ২১৬
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥ ২১৭
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ ২১৮
জগত ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২১৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভ্রমণ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার প্রেম এরূপ অবস্থায় যে অনেক বেশী পরিমাণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৃন্দাবন প্রেমময় স্থান। যাঁহারা ভক্তজীব, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কণিকামাত্র প্রেম লাভ করিয়া যাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ-স্পর্শ করিয়া প্রেমাবেশে আকুল হইয়া পড়েন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমভাণ্ডারের একচ্ছত্রসম্রাজ্ঞী শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রেমসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বলীলাস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছেন—তাহাতে তাঁহার প্রেমসমুদ্র যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্যভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা কেবল রসিক জনেরই বেদ্য।

**২১৫।** প্রেমাবেশে প্রভুর স্নানাহারের অনুসন্ধান নাই; কেবল অভ্যাসের বশেই স্নানাহার করিয়া যাইতেছেন।

**২১৬।** বারটী বনের প্রত্যেক বনে ভ্রমণের সময়েই প্রভুর উক্তরূপ প্রেমাবেশ হইয়াছিল। **বার বন**—২।১।২২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**২১৯। পাথার**—সমুদ্র; সমুদ্রতুল্য জলপ্লাবন।